রঙ্গপুর-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী

সঙ্গীত পুষ্পাঞ্জলি।

৺গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত

এবং

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন

লিখিত ভূমিকা সহ।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পারিষৎ হইতে

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র।

ভূমিকা।

——:০:——

সুবর্ণবর্ষিশুভমুহূর্ত্তে বঙ্গদেশে মহাকবি জয়দেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পাদস্পর্শে কেবল বঙ্গদেশ নয় সমস্ত ভারত এক অভিনব অনির্ব্বচনীয় অমৃত ধারায় আপ্লুত। মহাকবি কালিদাস ছন্দোবদ্ধ কাব্যে ও রূপকে সরস্বতীকে মহামূল্য রত্ন সিংহাসনে আসীন করিয়া আপাদ মস্তক অমূল্য-সমুজ্জ্বল-মণিমুক্তাখচিত-নানালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বঙ্গকবি জয়দেব সুরভি-মল্লিকা-মালতীর মালায় ভারতীর আবক্ষ-কণ্ঠদেশ বিভূষিত করিয়াছেন। ভক্তের ভক্ত্যুপহার—বন্যপুষ্পহার—অদ্যাপি ম্লান হয় নাই, হইবারও আশঙ্কা নাই, মলয়-সমীর উন্মত্তের ন্যায় সেই সুখস্পর্শ মালিকার মনোহর-সৌরভ-গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্র ঢালিয়া দিতেছে।

সংস্কৃতে গীতগোবিন্দের ন্যায় ললিতচ্ছন্দে রচিত ললিতপদে গ্রথিত দ্বিতীয় গীতিকাব্য ছিল কি না জানি না। জানি না বলিয়াই জয়দেবকে ঈদৃশ ছন্দের আবিষ্কর্ত্তা বলিতেছি, একমাত্র জয়দেবেরই ঈদৃশ মনোহরা মৃদুল-পদাবলীর গ্রন্থন নৈপুণ্য দেখিয়া বিস্মিত ও মোহিত হইতেছি।

জয়দেব যে বীণা গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে স্বরলহরী উঠাইয়া বীণার ঝঙ্কারে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত করিয়া—মুখরিত করিয়া—তাঁহার অভীষ্ট-দেবতাকে মুগ্ধ, প্রীত ও প্রসন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহা দ্বারা জগৎ মুগ্ধ, প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছে। তাঁহার আশ্রয়দাতা গৌড়েশ্বর মহারাজ লক্ষ্মণসেনকেও গুণগ্রাহী বলিয়া তাহারও গুণগাথার কীর্ত্তন করিতেছে। মহাকালের নিষ্পেষণে বৃদ্ধজয়দেবের পবিত্র অবশ হস্ত হইতে যখন সেই বীণাদণ্ড

শ্লথ ও স্খলিত হইল, তখন তাঁহারই চরণপ্রান্তে উপবিষ্ট তাঁহারই শিষ্যদ্বয় মিথিলার বিদ্যাপতি ও বঙ্গদেশের চণ্ডীদাস সেই বিচ্যুত বীণা উঠাইয়া লইলেন। প্রথম বাঙ্গালামিশ্রিত মৈথিলভাষায় দ্বিতীয় খাঁটি বাঙ্গালায় সেই বীণায় ঝঙ্কার তুলিলেন। মহাকবি জয়দেব "চল সখি কুঞ্জং" বলিয়া উদ্ভিন্নযৌবনা রূপসম্পদে অতুলনীয়া অনন্ত-সাধারণগুণে উদ্ভাসিতা সংস্কৃতকবিতাদেবীর একটি তাদৃশী দুহিতা দেখিবার জন্য আকাঙ্খা করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের যত্ন চেষ্টায় তাহা সম্পন্ন হইল। বলিতে হইবে পরমধামে অবস্থিত জয়দেব তাহা দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

সাগরগর্ভে বিলীন বাঙ্গলা একদিন জাগিয়া উঠিবে বলিয়া জয়দেব আশা করিয়াছিলেন। সেই আশাই সিন্ধুমগ্ন বাঙ্গালার সীমা নির্দ্দেশ করিবার জন্য "চলসখি কুঞ্জং" বলিয়া সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার সীমানির্দ্দেশক একটি সুদৃঢ়যূপের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যখন ধীরে ধীরে সমুদ্র সরিয়া যাইতে লাগিল, যখন ধীরে ধীরে অতল জলধি হইতে ভূমিখণ্ড জাগিয়া উঠিতেছিল; তখন জয়দেবের শিষ্যদ্বয় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সেই নবাবিষ্কৃত ভূমিখণ্ড নিজের নিজের অধিকারে আনিবার জন্য যত্ন চেষ্টার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের তিরোধানের পরে মিথিলাবাসী জয়দেবের উত্তরাধিকারের জন্য আর কোনও চেষ্টা করিল না, জ[illegible]বকে ভুলিয়া গেল। বিদ্যাপতিকে নামমাত্র স্মরণে রাখিল। বাঙ্গালী ভুলিল না, যে প্রণালীর অবলম্বনে জয়দেবের উত্তরাধিকার গ্রহণ করা যায়; চণ্ডী-দাসের অনুসৃত সেই প্রণালী অবলম্বনে সেই বিপুল ভূমিখণ্ডে বাঙ্গালীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিল।

চণ্ডীদাসের পরে ক্রমে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ প্রাদুর্ভূত হইয়া চণ্ডীদাস যে সংস্কৃত দুহিতার মুখে আধ আধ কথা ফোটাইয়া আনন্দিত হইতেন, বৈষ্ণব কবিগণ তাহাকে শিক্ষা দান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সংস্কৃত-দুহিতার মুখে সকল কথা ফুটিয়া উঠিল। বঙ্গকবি ও বঙ্গলেখকদিগের অদম্য উৎসাহে ও যত্ন চেষ্টায় সংস্কৃতের কন্যা বঙ্গভাষাসুন্দরী আজ যৌবনে অধিরোহণ করিয়াছে। আজ তাহার চলচলায়মাননয়নে অমৃতলহরীর সঞ্চার হইয়াছে। এজন্য আমরা বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সুলেখকদিগের নিকটে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সুকবির নিকটে কৃতজ্ঞ।

বৈষ্ণব কবিগণ যেমন ছন্দোবন্ধে কীর্ত্তনের সুরে নূতন নূতন কৃষ্ণ-সঙ্গীত লিখিয়া মধুর রসের প্রভাবে বহুদেশ ভাসাইয়া দিলেন, সেইরূপ তাহার কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী সময়ে সাধকশ্রেষ্ঠ মহাত্মা রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করিয়া নব নব সঙ্গীতে মাতৃভাবের প্রাণপ্রদ সঞ্চারে নব উদ্দীপনায় মাতৃভক্ত সন্তানের মনে মাতৃভাবের উন্মাদনা আনিয়া তাহাদিগকে উদ্দীপিত ও উন্মাদিত করিলেন।

রামপ্রসাদের পরে দেওয়ান রঘুনাথ রায়, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য আবার এই প্রণালীর পরমার্থসঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়া, গীতিকবিতার পরিপুষ্টিসাধন করিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে প্রাদুর্ভূত দাশরথিরায়েরও সহায়তা বিস্মৃত হইবার বিষয় নহে।

কালের কারণতাবাদী—আমরা ভারতবাসী,—কালের কারণতাবাদ আমাদিগের অভ্যস্ত। এক সময়ে কোনও এক প্রতিভাশালীর মনে যে ভাবের আবির্ভাব হয়, ঠিক সেই সময়ে তাদৃশ অন্য প্রতিভাশালীর মনেও সেইরূপ ভাবের প্রাদুর্ভূতি নিত্য আমাদিগের অনুভূতির বিষয়। একব্যক্তি হয়ত দক্ষিণ সাগরের কূলবর্ত্তী, অন্যব্যক্তি হয়ত হিমালয়ের

পাদদেশে অবস্থিত। এক সময়েই সেই দুই মহাত্মা এক মতের অবতারণা করিলেন; দুই দিক হইতে সেই মহাপুরুষদ্বয়ের নবাবিষ্কৃত মত প্রবাহিত হইয়া একত্র মিলিত হইয়া এক হইয়া দাঁড়াইল। দুই এর মিলনে পরিপুষ্টিলাভ করিয়া বিপুলকলেবরধারণ করিয়া জগতের সমক্ষে ভেরীনিনাদে আত্মসত্তার জ্ঞাপন করিল, আত্মমর্য্যাদাস্থাপন করিল। তাই আমরা রামপ্রসাদের অবস্থিতির সময়ে কোচবিহারের অধীশ্বর মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরকে, নাটোরের মহারাজ পৃথ্বীপতি রামকৃষ্ণকে, ও রঙ্গপুর ফতেপুরের প্রজাবৎসল পরদুঃখকাতর সহৃদয়, সৎসাহসী ভূম্যধিকারী শিবচন্দ্র রায়চৌধুরীকে ভক্তিবিচ্ছুরিত অলঙ্কারের ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিতে দেখিয়াছি। বৃদ্ধ দেওয়ান মহাশয়ের কণ্ঠে যখন নানাপ্রকারের গিটকিরি যুক্ত কৃষ্ণসঙ্গীত ও শ্যামাসঙ্গীত খেলায়মানখেয়ালের ভঙ্গীতে উদ্গীত হইতেছিল যখন সাধক কমলাকান্ত ভাবে বিভোর হইয়া শ্যামাসঙ্গীত গাইয়া আত্মহারা হইতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে রঙ্গপুর কাজীরহাট নামক বিপুল ভূমিখণ্ডের ভূম্যধিকারী দাতা ভোক্তা পণ্ডিত শ্রীমন্ত চৌধুরীর মুখে তাদৃশ সঙ্গীতের সৃষ্টি দেখিতে পাই। যখন দাশরথিরায়ের অনুপ্রাস-চ্ছটায় মুখরিত সাধনসঙ্গীত তিনকড়িরায়ের কিন্নরকণ্ঠে উদ্গীত হইয়া আকাশে তরঙ্গ তুলিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর কর্ণরন্ধ্রে অমৃতবর্ষণ করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে কুণ্ডীর ভূম্যধিকারী সুকবি সহৃদয় সুলেখক কালীচন্দ্র রায় চৌধুরীর মধুরলেখনীমুখে শ্যামাসঙ্গীত নিঃসৃত হইতেছিল। সেই এক সময়ে রঙ্গপুর ইটাকুমারীতে সাধকশ্রেষ্ঠ হরমোহনসেন, চন্দ্রমোহন সেন, পণ্ডিতাগ্রগণ্য পূজ্যপাদ খুল্লপিতামহ গঙ্গেশ ভট্টাচার্য্য, জ্যেষ্ঠতাত হরকান্ত বিদ্যাভূষণ ও পিতৃদেবের মুখে যুগপৎ শ্যামাসঙ্গীত উচ্চারিত হইয়া উত্তরবঙ্গ প্লাবিত করিতেছিল। তাই আমরা পূর্ব্বকথিত মতের

সমর্থক, কালের কারণতাবাদী। অল্পদিন পূর্ব্বে একসময়ে আমরা পূর্ব্ব বঙ্গে কৃষ্ণকমল গোস্বামী (যাহার জন্মভূমি দক্ষিণবঙ্গ) দক্ষিণবঙ্গে যাত্রা-গায়ক জন্মভূমি-রাজসাহীর মতিরায় ও নীলকণ্ঠের অভ্যুত্থান দেখিতে পাই; আর বুঝিতে পাই,—বঙ্গবাসীর সুকবি শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকারের উদয়োন্মুখ প্রভা; সেই সময়েই রাজসাহী বলিহারের মহারাজ কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ ও শ্যামচন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায় (পাগল) ধর্ম্মপ্রবণ রামজয় বাগচীর শ্যামাগীতির ও সুকবি রজনীকান্ত সেনের সরস সঙ্গীত-ধারার সৃষ্টি। ঠিক সেই সময়ে আমাদিগের নায়ক-গোবিন্দচন্দ্রচৌধুরীর সাধক-শ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদের ন্যায় মহাজনের খাতার পৃষ্ঠে, আত্মীয় স্বজনের লিখিত-পত্রেরশূন্যঅংশে, তাহার পরিত্যক্তবেষ্টনীতে, ও সংবাদ পত্রের পরিত্যক্ত মোড়কে শ্যামাসঙ্গীত লিখিতে দেখি। বলিতে কি গোবিন্দচন্দ্র সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে বা ইংরেজিস্কুলে পড়িবার কোনও সুযোগই পান নাই। পল্লিগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া পল্লিগ্রামে গুরুমহাশয়ের নিকটে তৎকালপ্রচলিত জমিদারী সেরেস্তা চালাইবার উপযুক্ত বিদ্যামাত্র গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে সময়ে সময়ে তাঁহাকে অন্নাভাবের চিন্তার নিপীড়নে বিব্রত হইতে হইয়াছিল। রঙ্গপুরের কোনও মহাজনের দোকানে খাতা লিখা ভিন্ন তাঁহার ভাগ্যে কোনও রূপ উচ্চপদ প্রাপ্তি ঘটিয়া উঠে নাই। এমন কি, তিনি অর্থাভাবে নিজে কাগজ ক্রয় করিয়া একখানি খাতায় গানগুলি লিখিয়া অন্য একটি খাতায় বিশুদ্ধভাবে লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যবশে এই আকারে তাঁহার অনেক অমূল্য রত্ন হারাইয়া গিয়াছে। অনেকে আবার তাঁহার অনেক গান আত্মসাৎ করিয়া নিজের নামে চলাইয়া দিয়াছে।

গুণগ্রাহী বিদ্যোৎসাহী বদান্য স্বর্গীয় তাজহাটের মহারাজ গোবিন্দ-

লাল রায় বাহাদুর লোকপরম্পরায় গোবিন্দচন্দ্রের অসামান্য কবিত্বে পরিচয় পাইয়া নানাস্থানে রক্ষিত ও বিক্ষিপ্ত কাগজগুলি একত্র করাইয় পুস্তকাকারে সাজাইয়া সদ্ভাবসঙ্গীতনামে নিজব্যয়ে মুদ্রিত করেন ও তাহাদ্বারা কবিকে উৎসাহিত করেন। এক্ষণে সে গ্রন্থও দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। কবি গোবিন্দচন্দ্রের এই প্রথম সুযোগ ও শেষ সুযোগ আর তাঁহার ভাগ্যে বড়লোকের সহিত সম্মিলন হয় নাই। বড়লোকের বাহুচ্ছায়ার আশ্রয়লাভ হয় নাই। দরিদ্র গোবিন্দচন্দ্র দরিদ্রতার আশ্রয়েই তাঁহার অমূল্যজীবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন। দরিদ্রতার মধ্যে অবস্থিত হইয়া গোবিন্দচন্দ্র যে অমূল্যরত্নরাজি উপার্জ্জন করিয়াছেন, যাহার অকৃত্রিম-সমুজ্জ্বল-বৈদ্যুতিক-প্রভায় আজ ভক্তের মনের এক উদ্দীপ্ত আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছে, বঙ্গ সাহিত্যের এক নূতন জ্যোতিঃ বিকিরণ হইতেছে, শ্রোতৃমণ্ডলী যখন নানা কবির নানা প্রকারের পরমার্থগীতিধারাশ্রবণে মুগ্ধ হইয়াও আবার গোবিন্দচন্দ্রের রচিত যেসকল সঙ্গীতশ্রবণ করিবার আগ্রহপ্রকাশ করিয়া থাকেন, "গোবিন্দ চন্দ্রের গান ভিন্ন অন্যের গানে কতটুকু তৃপ্তিলাভ করিব?" বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন আমরা সৌভাগ্যবশতঃ সেই মহাকবি মহারসিক গোবিন্দ চন্দ্রের সেই অক্ষয় ভাণ্ডারের সেই অমূল্য রত্নরাজির কতকগুলি রত্ন আজ সাহিত্য পরিষদের সভ্যদিগকে উপহার দিতে সমর্থ হইতেছি।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক কুণ্ডীর অন্যতম ভূম্যধিকারী উদীয়মান সাহিত্যিক কল্যাণভাজন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী এই মহাভাবোচ্ছাসিত কবিত্বেঅতুলনীয় নষ্টোন্মুখসঙ্গীতগুলির রক্ষাকল্পে সঙ্কল্প করেন। তাঁহার বহু অনুসন্ধান ও চেষ্টার ফলে স্বর্গীয় কবির অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের নিকট হইতে একখানি গানের খাতা সংগৃহীত হয়। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদে উহা মুদ্রণ করিবার জন্য তিনি প্রস্তাব

করেন। সর্ব্ব সম্মতিতে সাহিত্যপরিষদের ব্যয়ে উহা মুদ্রিত হইবে অবধারিত হয়। তাঁহারই প্রস্তাবে সেই সঙ্গে আরও অবধারিত হয় এই পুস্তকের মুদ্রণব্যয়ান্তে যাহা অবশিষ্ট লভ্যাংশ থাকিবে, তাহা গোবিন্দ চন্দ্রের দুঃস্থ পরিবারকে অর্পিত হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি গোবিন্দচন্দ্রের রচিত সমস্ত সঙ্গীত সংগ্রহ অসম্ভব, অনেক নষ্ট হইয়াছে, অনেক থাকিলেও তাহা সংগ্রহে বিশেষ অন্তরায় আছে সুতরাং যতদূর সংগ্রহ করিতে পারা গেল, তাহাই মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহা দ্বারা গোবিন্দ চন্দ্রের পরলোক প্রস্থিত আত্মা কিঞ্চিৎ তৃপ্তি লাভ করে পাঠক পাঠিকা পরিতৃপ্ত হয়েন, ভক্ত ভাবুক শ্রোতা যদি আনন্দসুধায় অবগাহন করেন তবে আমরাও সেই সঙ্গে সঙ্গে ধন্য হইব।

প্রাতঃস্মরণীয় কবিবর গোবিন্দচৌধুরীর সঙ্গীতপুষ্পাঞ্জলির ভূমিকা লিখিবার প্রলোভন আমি ত্যাগ করিতে পারিলাম না; কারণ বাঙ্গালায় এরূপ সাধক কবির সংখ্যা অতি অল্প। গানে যেমন ভাবের উচ্ছ্বাস আছে শব্দালঙ্কারের ঝঙ্কার আছে, অর্থালঙ্কারের পরিব্যক্তি আছে সেইরূপ পদে পদে ব্যঙ্গার্থও পরিস্ফুট। গোবিন্দচন্দ্রের দুই চারিটি গান এত উৎকৃষ্ট যে, তাহার সহিত তুলনা করিয়া বঙ্গভাষার কোনও গান বা কবিতা দেখাইতে পারিব না, বোধ হয় এরূপ বলিলে ধৃষ্টতা হইবে না।

শ্বেতদ্বীপে বসিয়া শ্বেতদ্বীপের শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠ কবি সেক্ষপীয়ার যাহা লিখিয়াছেন*; কৃষ্ণদ্বীপজন্ম কৃষ্ণাঙ্গ কবি গোবিন্দচন্দ্র ইংরেজী না জানিয়াও "অবোধ ব'লে তাই নাটক দে'খতে যাই" ইত্যাকারে সেইরূপ একটি মহা ভাবোদ্দীপক হৃদয়স্পর্শী গানের সৃষ্টি করিয়াছেন। সেক্ষপীয়রে যাহা নাই এ গানে তাহাও আছে, "অতি বৃহৎ নাটক কৌতুক কিন্তু বেশ,

* All the world is a stage and all men and women merely players—*Shakespeare.*

একটী গর্ভাঙ্ক দুটি অঙ্কেই শেষ" কি কল্পনার উৎকর্ষ, কি অলঙ্কারের ঔজ্জ্বল্য, কি ভাবের গাম্ভীর্য্য, কি রচনার সৌন্দর্য্য, কি শব্দ প্রয়োগের নৈপুণ্য, "গর্ভাঙ্ক" শব্দের প্রয়োগে তাঁহার অসাধারণ কবিত্বের প্রকাশ হইয়াছে। এই ক্ষণজন্মা কবির রচিত কবিতার ভূমিকা লিখিয়া সেই ছলে সে পূতনামা মহাকবির নামের পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়া ক্ষণকালের জন্যও পাপনির্ম্মুক্ত হইব, কৃতার্থ হইব আমার এই প্রলোভন।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

বিজ্ঞাপন।

উদ্ধত ব্যক্তিকে প্রশ্রয় দিলে তাহার আস্পর্দ্ধা আরও বৃদ্ধি পায়; কথা কিন্তু মিথ্যা নয়, আমিই তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ। "সদ্ভাব সঙ্গীত" আদরে বা অনাদরে যেরূপেই কেন হউক না সর্ব্ব সাধারণ কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ায় বক্ষঃস্থল ফুলাইয়া আরও একখানি সঙ্গীত গ্রন্থ লিখিয়াছি, নাম "সঙ্গীত পুষ্পাঞ্জলি।"

পুষ্পাঞ্জলি শব্দ মনে পড়িলেই এক প্রকার পবিত্র ভাবের উদয় হয় দেবোদ্দেশে কর-পুট-পূর্ণ পবিত্র পুষ্পরাশিকে পুষ্পাঞ্জলি কহে; সুতরাং উহা পুষ্পদান বিধির অতি পবিত্রতম শেষ অভিনয়। পূজকের সংতৃপ্তি-সাধক পূজ্যের প্রিয় উপহার; এইজন্য পুষ্পাঞ্জলির নিকটে সর্ব্বপ্রকার পবিত্র ভাব ও পবিত্র ফলেরই প্রত্যাশা করা হইয়া থাকে; কিন্তু নামানুরূপ বাহ্য আড়ম্বর কিছু অধিক মাত্রা থাকিলেও মূলে গুরুত্ব সম্বন্ধে একটু কম, কারণ অন্যবিধ পুষ্পদানে পুষ্প এবং গন্ধ উভয় বিষয়েরই বিচার আছে—কিন্তু পুষ্পাঞ্জলিতে উভয় দিকেই বিচার শূন্য। আমি একমাত্র এই সাহসেই ইহার নাম সঙ্গীতপুষ্পাঞ্জলি রাখিয়াছি।

অনুর্ব্বর হৃদয় হইতে সৎসামগ্রী কিছুই সংগ্রহ করিতে না পারিয়া আনন্দে, আহ্লাদে ও অমূলক বিষাদে, হাঁসিয়া কান্দিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে যাহা বলিয়াছি, তৎসমস্ত স্বর সংযোগে একত্র গ্রথিত করিয়াছি।

দেখিতে গেলে অলসের অদৃষ্টবাদ, চেষ্টাশূন্যের আত্ম সমর্পণ, অক্ষমের কর্ম্ম প্রতীক্ষা, পাঁপীর অযোগ্য প্রার্থনা, নিরুপায়ের অলীক সরলতা, ভীরুর অস্ফুট রাগগর্ব্ব, দরিদ্রের অসার বৈরাগ্য ইহাই কেবল লক্ষিত হইবে। এরূপ দুঃসাহসকে লোকে ক্ষিপ্ত হৃদয়ের অবৈধ উচ্ছ্বাস বলিয়াই অভিহিত

করিবে ; তবে ভরসা এই স্থানে অমৃত পুরুষের নামামৃত প্রক্ষেপ আছে তাই ধৃষ্টতা ও লজ্জার ভ্রুকুটীতে ভীত না হইয়া নিতান্ত আগ্রহের সহিত "সঙ্গীত-পুষ্পাঞ্জলি" প্রকাশ করিলাম। সদয় হৃদয় গায়ক ও পাঠকমণ্ডলী কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া আদ্যন্ত গীত ও পঠিত হইলে জানিব স্বীয় স্বীয় অমূল্য সময় অপব্যয় করিয়া আমাকে আশাতিরিক্ত সুখী ও চরিতার্থ করিলেন।

সেরপুর (বগুড়া) গ্রন্থকার

সূচীপত্র।

প্রথম স্তবক।

দ্বিতীয় স্তবক।

তৃতীয় স্তবক।

চতুর্থ স্তবক।

পঞ্চম স্তবক।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা		পংক্তি	অশুদ্ধ		শুদ্ধ
২	...	১৭	চিংঘন	...	চিদ্‌ঘন
৪	...	৬	মন	...	মনো
৫	...	৪	পাদৌ	...	পাদো
৫	...	৪	জবন	...	জবনো
৮	...	৯	প্রেমাশক্তি	..	প্রেমাসক্তি
৮	...	১২	লুকে	...	লুকিয়ে
১১	...	১	শিখি	...	শিখী
১৪	...	৭	নিস্বঃ	...	নিঃস্ব
১৫	...	১৬	বাঁশরি	...	বাঁশরী
১৭	...	হেডিং	সংগীত	...	সঙ্গীত
১৭	...	১৪	ভষ্ম	...	ভস্ম
১৮	...	১৫	নদিয়া	...	নদীয়া
২০	...	১১	চিদাভায	...	চিদাভাস
২০	...	১১	চিংকণ	...	চিদ্‌ঘন
২০	...	১১	সত্ব	...	সত্ত্ব
২২	...	৬	মনষ্কাম	...	মনস্কাম
২২	...	১৪	নিন্বরস	...	নিম্বরস
২৪	...	৪	বাঁশরি	...	বাঁশরী
২৪	...	৯	জলরুহ	...	জলরুহ
২৪	...	১২	দুর্ব্বা	...	দূর্ব্বা

পৃষ্ঠা		পংক্তি	অশুদ্ধ		শুদ্ধ
২৭	...	১১	ফনীধর	...	ফণিধর
৩১	...	১৭	গানের নং নাই		২৯ নং হইবে।
৩২	...	৬	শোনিত	...	শোণিত
৩৩	...	১	রঙ্গিনী	...	রঙ্গিণী
৩৩	...	১০	পিচকারি	...	পিচকারী
৩৪	...	৫	বক্ষ	...	বক্ষো
৪৩	...	৫	অম্বিকে	...	অম্বিকা
৪৫	...	১২	ধান্দা	...	ধান্ধা
৪৬	...	১৪	৮।৪২	...	৮।৪০
৪৭	...	১৭	সজনে	...	সজ্জনে
৪৯	...	২	যোগীজন	...	যোগিজন
৪৯	...	২	মনঃ	...	মনস্
৪৯	...	৮	বধু	...	বধূ
৪৯	...	৮	বিশ্বরাট	...	বিশ্বরাড্
৫০	...	২	মধু	...	মধু
৫০	...	১০	পঞ্চাশৎ	...	পঞ্চাশদ্
৫০	...	১৩	রঙ্গিনী	...	রঙ্গিণী
৫১	...	২	বেনু	...	বেণু
৫৪	...	৯	যামিতি	...	যামীতি
৫৫	...	১৪	শচিপতি	...	শচীপতি
৫৭	...	১৮	জগত	...	জগৎ
৫৮	...	৯	পৃথ্বিতত্ত্ব	...	পৃথ্বীতত্ত্ব
৫৮	...	১২	দশদিগ্	...	দশদিক্

পৃষ্ঠা		পংক্তি	অশুদ্ধ		শুদ্ধ
৬৬	...	১৬	হরিগে	...	হরিকে
৬৭	...	১৯	মন	...	মনো
৬৮	...	১	যুষ	...	যূষ
৬৮	...	১	পীযুষ	...	পীযূষ
৬৯	...	২	পোরা	...	পূরা
৬৯	...	৭	প্রাতঃ	...	প্রাতস্
৭৩	...	৭	জাহ্ণবী	...	জাহ্নবী
৭৩	...	১১	দুখ	...	দুঃখ
৭৪	...	৭	পাপী	...	পাপি
৭৫	...	৭	পার্ব্বন	...	পার্ব্বণ
৭৭	...	১২	৩।৬৯	...	২।৬৯
৮০	...	৪	জগত	...	জগৎ
৮০	...	৯	কমণ্ডল	...	কমণ্ডলু
৮০	...	১৪	আয়ু	...	আয়ুঃ
৮২	...	১১	মুর্খে	...	মূর্খে
৮৪	...	১৭	নিরাভাযাত্মনে		নিরাভাসাত্মনে
৯১	...	১৭	জগতাকারে	...	জগদাকারে
৯৩	...	১৪	তদ্বিষ্ণু	...	তদ্বিষ্ণোঃ
৯৩	...	১৮	আভায	...	আভাস
৯৪	...	১১	চিদ্স্বরূপ	...	চিৎস্বরূপ
৯৪	...	১৮	চনক	...	চণক
৯৬	...	২১	ইন্দিবর	...	ইন্দীবর।

সঙ্গীত-পুষ্পাঞ্জলি।

প্রথম স্তবক।

খাম্বাজমিশ্র—একতালা।

কেশব হৃষীকেশ কৃষ্ণ কেশি-মথনকারী।
মূরছিত জনে দেখাও মূরতি মুরলীধর মুরারি॥
তুমি হে আদি বীজ অনন্ত,
তুমি হে শ্যাম সাম মন্ত্র,
তুমি হে জগৎ সৃজন যন্ত্র,
যম যন্ত্রণাবারী,—
আছ কৈলাসে গিরিশ নামে, গিরিজা মুখ শোভে হে বামে,
গোলোক ধামে ক্ষীরোদ-কুমারী নারী—
গোকুলে তপ্তহেমবরণা প্রেমপরিখা প্যারী—
সরযূতীরে তুমি হে রাম,
নবীন দূর্ব্বা উজল শ্যাম,
জনকরাজ তনয়া অঙ্গ—
সঙ্গ পীযুষ-পায়ী॥

তুমি হে ভকত ভীতি হরণ, দয়াময় হরি দীন-শরণ,
মাধব মধুসূদন বলি-বামন বনোয়ারী—
তুমি হে শান্তি সুখ-বিধাতা,
রাম চির বিরাম-দাতা,
বিশ্বপাতা অখিল ভয় সংহারী—
যশোদা-নন্দন জয় জনার্দ্দন গোবর্দ্ধনধারী—
তুমি হে অপারসমুদ্রবারি,
ক্ষুদ্র জীবন-মীন আমারি,
ত্রাহি বৃন্দাবন-বিহারী,
ভব বিবন্ধবারী ॥
মেঘ-মাধুরী জড়িত গগন, তারকা-মাল, তড়িত, তপন,
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ বিভূতি তোমারি—
অতীত রাগ অতি পবিত্র,
তুমি হে নাথ! নিয়তি মুক্ত,
নিত্য সত্য নিগম তত্ত্ব-চারী—
নিরবলম্ব প্রভু নিরঞ্জন নিরয়-ভয়-নিবারী—
তুমি হে চিন্তামণি চিৎঘন,
কদাচিৎ ঘননিন্দিবরণ,
ক্বচিদানন্দরূপে গোবিন্দ
হৃদয়আন্ধ্য-হারী ॥ ১ ॥

খাম্বাজ—একতালা।

দামোদর দৈত্য-দলন গোবৰ্দ্ধনধারী।
কাল কালিয়-সর্প দমনকারী দর্পহারী ॥
তব নিখুঁত নখর বৃন্দ,
আধ ভাদর চন্দ্র,
ইন্দ্রনীল রতন কান্তি, ইন্দ্র ধনুক চূড়ান্তে ভ্রান্তি,
ইন্দীবর নিন্দিনয়ন, ইন্দ্রিয়মনোহারী ॥
ওহে গোপীজন-বল্লভ,
তুমি যোগি-জন দুর্ল্লভ,
ভোগিজন ভাগ্য রতন, ভক্তি-ভাবারোগ্যকারী,
পাপ-অনলে করহে দান বারি, হে দানবারি ॥
তুমি অপার করুণা সিন্ধু,
দীননাথ দীনবন্ধু,
ধরম-বীজ রোপণে অন্ধ, অধম পাপী দ্বিজগোবিন্দ,
কণ্ঠ নিরোধ সময়ে তোমারে চায় হে নরকান্তকারী ॥ ২ ॥

খাম্বাজমিশ্র—ঝাঁপতাল।

জগজ্জীবন বনকুসুমহারী ॥
ব্রজবিহারী হরি! পুরটপীতাম্বর,
ত্রাতা ভবপাতা মুরারি ॥

ত্বং হি লীলানট, বংশীবটচারী, গিরিধারী,
যাবট কালিন্দীতটরঞ্জনকারী,—
ধাতা বরদাতা, কঞ্জদলগঞ্জনআঁখি,
হর সংসারভার ভয়হারী ॥ ৩ ॥

দেশমিশ্র—তেতালা।

মুনি-মন-ভূষণ, শ্রীরাধারঞ্জন, কালিয়মন্থন মোহন মুরারি ॥
প্রমোদ-পিঞ্জর-পাখী, পীতাম্বর, কামিনী-কুঞ্জর, কুঞ্জ বিহারী
অপূর্ব্ব শারদ-পর্ব্ব বিধু-বদন,
নিধুবনমধুপ শ্রীমধুসূদন,
অঞ্জনরঞ্জন লোচনখঞ্জন,
শিখণ্ডশেখর সঙ্কটভঞ্জন,
প্রাণোন্মাদকপ্রেমবিশারদ,
বাঁশরীতানসঞ্চারী—
কুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডমনোহর
রাসমধুররসতাণ্ডবকারী ॥ ৪ ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ওহে নিরাকার! কি মায়ায় এমন আকার ধ'রেছ ॥
ছিলে নিরঞ্জন নিরবয়ব তুমি—

আজ আবার নিরখি,
জ্যোতির্ম্ময় মূরতি উপেখি,
দেহছটায় নীরদাঁখি নীরদে লাজ দিতেছ ॥
আগে ত 'অপাণি পাদো জবন গ্রহীতা' ছিলে,
ভবের হিতাকাঙ্ক্ষী আজ কি মায়ায় সেটি ভুলে,
ধ'রে বেণু, প'রে ধটী,
গোপীর মনঃ প্রাণোৎপাটী,
পরিপাটি রূপে পায়ের
উপর পা-টি রেখেছ ॥
তুমি "পশ্যত্যচক্ষুঃ" তা-কি ভুলেছ!
আজ আবার কি কারণে ধ'রে আঁখি তারি কোণে,
পোড়াতে গোপিনীর বক্ষ, যতনে প্রাণ সখা হে
নিদারুণ কটাক্ষ বিষ পূরেছ,—
অকর্ণ তথাপি তুমি ভবে একটি কর্ণধার,
আজ আবার দুটি কর্ণ ধর কার শোধিতে ধার,
অধিকন্তু তায় হরি!
মকর কুণ্ডল পরি;
একা নয় গোপিনী, ভূমণ্ডলের মন হ'রেছ ॥
কে না জানে তুমি প্রকৃতির'পর
আজ কেন রাধানামে,
প্রেমের মঞ্জরী বামে,

রূপে বিজুরি জড়িত
চাঁদের হার হারে হে
হেমের প্রতিমা
কাঁপে থর থর!!
সর্ব্বব্যাপী ছিলে কিন্তু আজ শুনি হে জগৎপতি,
'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদ মেকং নগচ্ছতি',
যদি ইহা সত্য হয়,
বল, তবে দয়াময়!
কি ভাবে কিরূপে তুমি শ্রীগোবিন্দে র'য়েছ ॥ ৫ ॥

বিভাষ—কাওয়ালী।

ওহে নির্ব্বিকার একি অবিচার।
পুরাণ পুরুষ হ'য়ে,
বাঞ্ছা পূরাণ শক্তি ধ'রে,
রাখলে না পুরাণের কথা
এ যে বড় চমৎকার ॥
"তুলসী কাননং যত্র যত্র পদ্মবনানি চ,
পুরাণ পঠনং যত্র" না বিচারি উচ্চ নীচ,
"তত্র সন্নিহিতঃ" কথা মিছে করেছিলে প্রচার ॥
যদি নাথ তুলসীক্ষেত্রে পদ্মবনে রৈতে তুমি,

পুরাণপাঠের স্থানে রৈলে নিশ্চয় জান্‌তে পেতাম আমি
ভুবন খুঁজে দেখ্‌তাম না হে অন্ধকার—
পদ্মবনে থাক্‌তে যদি ওহে ভক্তের প্রাণধন,
আমারও ত দেহের মাঝে আছে হরি পদ্মবন,
সে বনবিহারসুখসেবন ক'রলে কৈ হে আর ॥
'তুলস্যমৃত নামাসি' তাই যদি সে প্রিয়া হয়,
আত্মা জ্ঞান প্রণব হরি তারা কি অমৃত নয়,
ওঁকার প্রকৃতির বটে মূলাধার ঃ—
দেহে সেই অমৃত যোগ কথায় মোর কর্ণ দিও,
তুলসী কানন হরি তা হ'তেও কি এতই প্রিয়,
না জানি হে মধুসূদন কিবা মধু মূলে তার ॥
যদি বল ষড় রিপুর সঙ্গে অসৎ আলাপ বই,
দেহে তোর নরাধম পুরাণ পাঠ হয় বা কই
হ'লে মোরে দেখা পাতিস অনিবার—
কথা শুনে, দয়াময়! হৃদে বড় পেলাম ব্যথা,
আমার, হরিনামের তুল্য হরি! পুরাণ কথা পাব কোথা,
দিনান্তেও গোবিন্দ সে নাম লয় না কি হে একবার ॥ ৬ ॥

সুরট মিশ্র— একতালা।

নিগম কল্পতরুর প্রতি শাখা। রে সখা!
কত খুঁজে মলেম ভাই রে! তবু পাইনে পর ব্রহ্মের দেখা।

পাই না পুরাণ শাস্ত্র পূজে,
পেলাম না রে তন্ত্র খুঁজে,
শেষে দেখি চক্ষু বুজে,
গোপীর পটাঞ্চলে ঢাকা ॥
শুক নারদাদির ঠাঁই,
নাই ওরে ভাই নন্দের কানাই,
নাইরে ধ্যানে, নাইরে জ্ঞানে,
নাইরে প্রাণায়ামে বাঁকা—
ধন্য গোপীর প্রেমাশক্তি,
ধন্যরে গোপিকার ভক্তি,
তা বিনে আর কার বা শক্তি,
শ্রীগোবিন্দে লুকে রাখা ॥ ৭ ॥

কীর্ত্তনাঙ্গ—একতালা।

খুঁজে ত পেলাম না বৈকুণ্ঠধামে তোমারে বিপিনবিহারী।
লয়ে—তুলসী দল হাতে, মে'খে চন্দন তাতে,
কেবল—ব'সে আছেন সে ক্ষীরোদকুমারী ॥
খুঁজলেম—ভোগীর মন্দিরে, যোগীর কুটীরে,
খুঁজে দেখলেম পত্র পুষ্প বারি।
আরও মরি খেদে, তন্ত্র মন্ত্র বেদে,
পেলাম না কিছুতে দেখা তোমারি ;

তুমি—কি ভাবে কিরূপে, কার বা প্রেম কূপে,
লু'কে আছ বল বংশীধারী ॥
ভক্তের গৃহে এখন খুঁজতে বাকী আছে,
থাক্‌লে প্রহ্লাদ, যেতাম আহ্লাদে তার কাছে,
অস্ত্রে, গিরি, গজে, গরলে সে বাঁচে,
দয়াময় কেবল দয়া তোমারি ঃ—
নৈলে স্ফটিকস্তম্ভে, তুমি কি সদম্ভে,
উদয় হ'তে ওহে হৃদয়বিহারী ;—
ওকে—প্রহ্লাদ কে বা বলে,
প্রহ্লাদের ছলে, দেখায়েছ নিজের বল মুরারি ॥
ম'জেছিলে আবার ধ্রুবেরি সদ্ভাবে,
যে জন উগ্র মূর্ত্তি ব্যাঘ্রে ব্যগ্র ভাবে,
বল্‌ত এস দেখি, পদ্মপলাশ-আঁখি,
মনে কি প'ড়েছে কথা আমারি ঃ—
তেমন ভক্ত বই, থাকার স্থান আর কই,
সত্য ওহে ভক্ত বিপত্তিবারী ;—
আ'জ—থাক্‌লে সেই বালক, তুচ্ছ করি গোলোক,
হ'তেম যেয়ে আমি দাস তাহারি ॥
সেদিন আবার ছিলে, নিমার কাছে বাঁধা,
বাহিরে যাঁর হরি অন্তরে যাঁর রাধা,
অনেকে চিনে নাই, নিমাই কি সে কানাই,

অভেদ কিন্তু ভক্তে কথা তোমারি ;—
তেমন যদি হ'ল, ভক্ত ভিন্ন স্থল,
থাকার স্থান তোমার হ'ল না হরি ;
আমি—হব ভক্তের দাস, যাতে পীতবাস,
প্যারী সঙ্গে তোমায় পেতে পারি ॥ ৮ ॥

ললিত ভৈরব—একতালা।

হরি—কোথায় নাইরে মন। হরিময় এই ত্রিভুবন ॥
অনল অনিলে, ক্ষিতি আর সলিলে, অনন্ত আকাশে রন।
দেখ রে নয়নে, চন্দ্র তপনে, হরির শরীর কিরণ ॥
নিবিড় আঁধারে সেই রস-কূপ,
আলোকের কোলে সেই কালরূপ,
বিকট প্রান্তরে সেই নটভূপ,
অপরূপ দেয় দরশন ঃ—
মরীচিমালায়, মরীচিকায় হায়, মুরারি খেলে যখন।
মনোজ্ঞ তরুতে, মৃদুল মরুতে, মরুতেও তিনি ছাড়া নন্।
সরিৎ, সাগর, দেখ নারে কেউ,
বুকে বয় তারা হরি রূপের ঢেউ,
নীরদ ঘটায়, তড়িৎ ছটায়,
হরি রূপের আবরণ ঃ—

শিখি, শুক, পিকে, চকোরে, চাতকে, মধুপে মধুসূদন।
হরি গন্ধমাখা, হরি রূপে ঢাকা, বিকচ কুসুমবন॥
দেখ রে গিরি-ধর-দেহে মূর্ত্তিমান,
গিরিধর আমার সদাই বর্ত্তমান,
ললিত লতায়, শ্যামল পাতায়,
শ্যামাঙ্গের কৃত নিদর্শন ঃ—
ময়ূর তাণ্ডবে, নধর পল্লবে শ্রীরাধাবল্লভে হয় স্মরণ।
বেণী বল্ব কিরে, দেখ সর্পশিরে, দর্পহারী হরির শ্রীচরণ॥
গোচারণ ভূমে খেলে বৎসগণ,
মনে পড়ে তায় শ্রীবৎস লাঞ্ছন,
উড়ে যায় পাখী তাতেও কমলাঁখি,
কভু ত ভাই না রয় গোপন ঃ—
দূরে আর কাছে, আগে কিম্বা পাছে,
আছে রে গোবিন্দ সর্ব্বক্ষণ।
দুর্গম মশানে, ভীষণ শ্মশানে,
হরি বই নাই কোন জন॥ ৯॥

পুরবী—একতালা।

ওহে কৃষ্ণ কালিবারি! শ্রীমাধব মুরারি।
এল—গরবি রবি-নন্দন, করবী-কুঞ্জ হারী॥

সরস মানস, বিরস কামে,
অলস সতত কৃষ্ণ নামে,
তাই—ভাবিহে, প্রতি যামে—
পরিণামে যাতনা ভারি ॥ ১০ ॥

৩ ———

মিশ্র হাম্বির—আড়াঠেকা।

হরি নাকি তরি তুমি, দিতে পার ভবার্ণবে ॥
তাই জেনে নাথ! নিলাম শরণ ও রাঙ্গা পদ-পল্লবে ॥
পারবে ত এ পাপের ভরা
এ পার হ'তে ওপার করা ;
নতুবা পাতকি-তারণ—
নামে যে কলঙ্ক রবে ॥
শ্রীরাধায় মোর ভয় হে ভারি,
তুমি আবার বশ তাহারি—
তারে সঙ্গে নিলে হরি—
আবার ফিরে আস্‌তে হবে ॥
মনের কথা কই ত্রিভঙ্গ—
ছাড়াও হে প্রকৃতির সঙ্গ,
চাইনে ভবের রস রঙ্গ
সাধ অনঙ্গ গৌরবে ॥ ১১ ॥

৫ ———

মিশ্র বেহাগ—ঝাঁপতাল।

দাতা কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু শুভ কারণ ! ॥
দূর করি কলুষ ঘোর, কাম-ভীম-কুঞ্জরে,
হৃদে মোর কর কেলী-কুঞ্জ, কঞ্জলোচন ॥
শুনহে পরমেষ্ট তুমি,
চাইনে পরমেষ্ঠী আমি,
চাইনে নাকপৃষ্ঠ হে শ্রীকৃষ্ণমধুসূদন !
চাইনে দারাপত্য আদি, বিত্ত অনিত্যধন,
দেহি পদে কেবল দাস্য বিশ্বমোহন ॥
পরম পদ লাভ তরে,
বাঞ্ছা মহা রত্নাকরে ;
ডুবেছি দীননাথ দীনবন্ধু দীন-পালন !
হারায়ে পদ-রত্ন দুটি দাস গোবিন্দ তব
পায় না যেন করে হে শম্বুক শম্ভু রঞ্জন ॥ ১২ ॥

—

সিন্ধু—মধ্যমান।

ওহে নির্ব্বিকার !—
সকলি ত তোমার অধিকার।
তোমার দেহ তোমার প্রাণ আমার কেবল অহঙ্কার ॥

এই যে আমার বন্য প্রাণ, জানে কেবল স্তন্য পান,
আর জানে সংসারের সোপান, নির্ম্মাণ বারম্বার ॥
মনের কুপথে গতি, প্রাণের তায় প্রচুর ক্ষতি,
তা দেখিনে অভিমানে হ'ল কি বিকার ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল গেল, তাতে নাহি দৃষ্টি পল,
স্বজন, ধন বিয়োগে, কেবল—করি হাহাকার ॥
তুমি হে নাথ ! বিশ্বরাজা, আমি অতি নিস্বঃ প্রজা,
অভিমানে তা তো কভু, করিনে স্বীকার ॥
শুনহে করুণাসিন্ধু তুমি যে নিদানের বন্ধু,
তাতেও আমার নাই একবিন্দু, প্রেমেরি সঞ্চার ॥ ১৩ ॥

পুরবী—একতালা।

আছি—আশাপথ্‌টি চেয়ে। ভবের ঘাটে দাঁড়ায়ে ॥
এস এস কালবরণ নেয়ে ;—
আমার—জীর্ণ তরি যায় না বাওয়া, ত্বরা চল ধেয়ে ॥
ভেবেছিলাম কর্ণধার, নিজগুণে করবে পার,
তা হ'ল না ব'স্‌লেম আপনা খেয়ে ঃ—
আগে যদি জান্‌তেম আমি, তোষামোদে তুষ্ট তুমি,
র'তেম না আর তেমন নীরব হ'য়ে ঃ—
দিতাম—তুলসীর দলে ছাপিয়ে চরণ, যেতাম পার পেয়ে

উদ্বেগে কাঁপিছে প্রাণ, বেগে উঠে এল তুফান,
কাল মেঘে নিল আকাশ ছেয়ে ঃ—
ভাই বন্ধু যত জনা, সাথে আমার কেউ এলনা
এলনা একটি ছেলে মেয়ে ;—
আমি জোর তলপে রইতে নারি, তাই একা এলাম ধেয়ে ॥
থাক্‌তে এমন পারের বৈঠে থাক্‌তে এমন নেয়ে :—
যদি শ্রীগোবিন্দ ডুবে মরে কি ফল যশ গেয়ে ॥ ১৪ ॥

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

পড়েছি বড় অসময়ে হরি ! কি করি ॥
চন্দ্রপাশ ল'য়ে মোর, শমন সেনা চারি পাশ,
সকলি যেন ত্যজিলে এখন, তুমিও কি র'লে পাসরি ॥
করাল কফে চাপিল বুক, সরে না কথা মুখে আর ;
যায় যায় হে প্রাণ, সব হ'য়ে এ'লো যে অন্ধকার ;—
কৃপা ক'রে এই আন্ধারে,
সঙ্গে লয়ে শ্রীরাধারে,
দাঁড়াও হে সম্মুখে একবার ধ'রে মোহন বাঁশরি ॥
অহংমদে মাতি তখন দিই নাই মনঃ তোমাপানে,
জায়া সুতেরে মায়া সূতে গেঁথে রেখেছিনু প্রাণে,

অসময়ে ত্যজিলে তারা, তুমি এখন কৃপা করি,
এস হে করুণাময়! ভব-সাগর-কাণ্ডারি!
নইলে কাল-রাত্রি যোগে,
ভবার্ণবের ভীষণ বেগে,
কে আর কাঙ্গালের সখা! পার করে এ ভাঙ্গা তরি॥
রক্ষ মোরে মাধব মুরারে মধুসূদন!
কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন!
"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে!
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে।"
গোবিন্দের এই ডাকার শেষ,
রুদ্ধ হ'লো কণ্ঠদেশ,
তার হে তারক ব্রহ্ম—
নইলে যে আজ ডুবে মরি॥ ১৫॥

ললিত—কাওয়ালী।

শুক মুখের গীত শুনে প্রাণ জুড়াও॥
কুজন—কোকিলের কেন কূজন শুনিতে যাও?॥
যে গীত নিগম কল্পতরুর গলিত ফল,
অমৃত সমান মৃত শরীরে সঞ্চারে বল,
ভোগীর ভোগ্য নয় রে সে ফল যোগীর ভাগ্য হ'লে পাও॥

ভবৌষধি জ্ঞানে যে গীত গায়রে নিষ্কামিগণ.
যে গীত শ্রুতির সার শ্রুতি মনোরসায়ন,
শু'নলে সে গীত আত্মহত্যার দায় এড়াও,
যে গীত গাইয়ে প্রহ্লাদ বিষান্ন সাগর তরে.
যে গীতে বালক ধ্রুবের বাস গোলোক উপরে,
সেই গীত শুন রে যদি পরে সে পরেশে চাও ॥
যে গীতের প্রভাবে জীবের বন্ধন যায়,
গলে রে বৈকুণ্ঠনাথ গঙ্গার জনম যায়.
যায় দিন সে গীতে মন! মন দাও।—
যে গীত গাইয়ে ব্রহ্মা এ জগৎ সৃজন করে.
পালন করেন বিষ্ণু আবার যে সঙ্গীতের তারস্বরে.
তারক ব্রহ্ম বীজমন্ত্র তারেই বলে যোগীরাও ॥
বিশ্ব ব্যাপার ইন্দ্রজাল ঘুচা'তে তা পঞ্চানন.
চিতা-ভস্ম মেখে গায় গায় যে গীত সর্ব্বক্ষণ.
শুনরে যদি শূন্য শ্মশান ধামে ধাও,—
নেচে নেচে বিভোল ভোলা যখনি ছাড়ে সে তান.
উথলে তার মাথার গঙ্গা. জুড়ায় জগন্মাতার প্রাণ.
প্রেমিক হয়ে গাইতে সে গীত আজ হ'তে তার
মন যোগাও ॥
বেশী নয় সে দিনের কথা মনে কি রাখ না কেউ.
যে গীতে তুলিল নিমাই উত্তাল প্রেমের ঢেউ.

ভাসিল যায় জগাই মাধাই পাপীরাও।—
গাইতে রে গোবিন্দ! সে গীত কিছুমাত্র নাই গোল,
বাহু তুলে প্রেমে গ'লে কেবল হরি হরি বোল,
মধুর হ'তেও অতি মধুর,—সেই হরি বোল বল্‌বি ভাল
বিষয়-রতি হ'তে যদি এক রতি বিরতি পাও ॥ ১৬ ॥

মিশ্রবেহাগ—একতালা।

ত্বং হি পরব্রহ্ম পরমারাধ্য পরম কারণ ॥
ত্বং হি কলি কলুষহারী, মুরারি মুরলীধারী
বন-বিহারী হরি নিরঞ্জন ॥
ত্বং হি কালীয়-মর্দ্দন হে জনার্দ্দন জন-পালন।
যশোদা-যশো-বর্দ্ধন হে গোবর্দ্ধন-ধারণ ॥
পুরব উক্তি তোমারি নাথ পাপী, তাপী, দীন, অনাথ,
ত্রাণ হেতু নিদান-বন্ধু করিবে জনম ধারণ—
হবে অচির কালে শচীর গঙ্গোদক সিঞ্চন,
নদিয়া ধাম করিবে পূত পূতনা-বি[illegible]ন ॥
চম্পক-হেম গৌর-অঙ্গে, সৌর-কিরণ খেলিবে রঙ্গে,
রাধিকা-ভাব কান্তি ঢাকিবে মাখি ভসম ভূষণ ঃ—
কৌপীন পরি ধরিয়ে দণ্ড ত্যজিবে হে স্রক্‌চন্দন।
ভুলিবে গাভী বৎস পালন শ্রীবৎস-লাঞ্ছন ॥

শ্রীহরি নামে ছাড়িবে তান, গলাবে পাষাণ ভুলাবে প্রাণ,
আচণ্ডালে করিবে দান প্রেম ভকতি-কাঞ্চন।—
কাঁদিবে কাঁদাবে হাসিবে নাচিবে মাতাবে অখিল ভুবন।
নাম হবে চৈতন্য পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ॥
এই ত সময় ত্রিলোকীকান্ত, কলির তাপে সকলি ভ্রান্ত,
পাপে তাপে অতি অশান্ত, করে না ধরম পালন ;—
শীঘ্র নাথ, মরত ভূমে কর হে অবতরণ।
শিখাও শীঘ্র শ্রীগোবিন্দে নাম-ব্রহ্ম সাধন ॥ ১৭ ॥

কীর্ত্তনাঙ্গ—একতালা।

রাধাকৃষ্ণের প্রেম, ও তার ভাব সাধনা,
ভেবনা ছেলের খেলেনা।
সে ভাব অভাবুকের ধ্যানে, অভাগা অজ্ঞানে,
অবৈরাগ্য সাধনে মেলেনা ॥
বল দিবারাত্র, ব্রজ ব্রজ মাত্র, ব্রজের কিন্তু অর্থ
কিছু বোঝনা।—
শোন্ রে ব্রজের তত্ত্ব, "সমূহ" তার অর্থ
সমূহের নাম বজ্‌ নাই কি জানা
মূলে বজ্‌ বল্লভ যিনি, ব্রজনাথ তিনি,
তেমন ব্রজনাথে সং গড়না ॥

পুর শব্দে দেহ ভাগবতে বাখানে,
দেখরে নিস্তারক পুরঞ্জন আখ্যানে,
বদ্ধদেহের নাম, বটে ব্রজধাম,
সেটি কিন্তু ভাই! ভুলেও ভাবনা।—
সেই ব্রজ চৌরাশী, ক্রোশ ব'লে যে ভাষি,
হাসির কথা শুতে মন মজেনা—
সেই চৌরাশী ক্রোশ কেমন,
মনোযোগে শোন
শুনলে পরে মনের ভ্রম রবে না॥
কিবা, চৌরাশীটি লক্ষ যোনিতে সর্ব্বত্র,
চিদাত্মা চিৎকণ রূপে তাঁর সত্ত্ব,
তাই রূপকে ব্রজ চৌরাশী ক্রোশ উক্ত,
সে তত্ত্ব ত ভাই, কেউ রাখনা।—
তেমন ব্রজের মাঝে, শিরঃস্থান সরোজে,
নিত্যবাস হরির বল্‌বে কে না—
সেই আনন্দ-ভবন, গোলোক বৃন্দাবন,
সত্যলোক বলেও আছে ঘোষণা॥
ও ভাই! বিশুদ্ধ মস্তিষ্কের স্থানটি সহস্রার,
পূর্ণজ্ঞান সদা করেন তথা বিহার,
পূর্ণজ্ঞানই হরির সূক্ষ্ম অবতার,
জ্ঞানের নামই চিৎ কুচিৎ চেতনা—

জ্ঞানে ভক্তগণে, চিন্মাত্র সেই জ্ঞানে,

করে পাপের কর্ষণ নয় বঞ্চনা—

তাইতে-জ্ঞানকেই শ্রুতি কয়, শ্রীকৃষ্ণ চিন্ময়,

কৃষ্ণ চিন্তায় ভাই রে তাই যাতনা ॥

কিবা বৃষরূপী ধর্ম্ম গাভীরূপা ধরা,

দয়াময় হরির স্বভাব পালন করা,

তাইতে সবে তাঁকে, গোপাল ব'লে ডাকে,

রাখালরাজ ব'লেও করে কল্পনা—

গোপী শব্দে মায়া, গোপিনী তার ছায়া,

লীলা খেলা কেবল তারই ছলনা,—

ভাই রে, না বুঝে সে ভাব শুদ্ধ সনাতন,

শ্রীগোবিন্দে কেন দাও লাঞ্ছনা ॥ ১৮ ।

আলিয়া—কাওয়ালী ।

পাপীর বল হরিনাম ভব তারণকারী জরা মরণবারী

ভীম কৃতান্ত রণ-ভয়হারী দাসে দিও চরণ তরি ওহে—

দীন শরণ যেন করি স্মরণ ও নাম আট যাম ॥

মরম সন্তাপ কেমনে বর্ণি,

দারু কোটর গত দারুণ বহ্নি,

পুড়ে মরিনু গুণধাম—

বঞ্চনা নহে হৃদি-মরু দগ্ধ এবে,

আসন কি দিবে সঞ্চয় হীন দীন—
মুঞ্চ মুঞ্চ অপরাধ, করুণা জল—
সিঞ্চ সিঞ্চ শিখি-পুচ্ছ-ধারী ঘনশ্যাম ॥
জাত যেথানে হই, নাই কিছু শঙ্কা,
সাধন হীন তথু মারিব ডঙ্কা,
নামে পূরিবে মনস্কাম—
নাম রসায়নে মৃত জন মাধব,
পায় নব জীবন ; গোবিন্দ যদি তব,
সাধ না ঘোরতর নরকে নামিতে—
নাম নামীতে ভেদ হীন ভাবরে অবিরাম ॥ ১৯ ।

ভৈরব—আড়-কাওয়ালী।

কি লেখা লিখেছিলে ভালে হামারি, জাগর বাসরে হে জগদীশ
সে লিখন ঠামে, পাইনু নিরমল ক্ষীর মথনে মহাবিষ ॥
পানে কমল-মধু গাঢ় নিম্বরস স্বাদ পাইনু প্রাণ[illegible]শ !
নবনী পিণ্ড খেতে হে দীন বান্ধব গিলিনু দারুণ লৌহ বড়িশ
কুসুম জাত মোর, কণ্ঠে কি মালা, ভাগ্যে হ'ল হে আশীবিষ।
তোমারি অদ্ভুত-সৃজন পদ্মফুল শ্রীহীন ধুতূরা হইল হে শ্রীশ !
রতন নেহারি, হাত বাড়াইনু, পাইনু শম্বুক শঙ্খ সতীশ !
কর্পূর চন্দন মাখি হেরিনু হরি ! ছাওল যতন কো অঙ্গে পুরী

হা! বিধি নিকরুণ! উপল খণ্ড সম, করকশ রাতুল ফুল শিরীষ।
চাঁদ সূরয শত দীপক জ্যোছনা, আন্ধিয়া তবু দশ দিশ॥
ফাল্গুন ধূপে ছায়ে দাঁড়াইনু বেঢ়ল চৌদিকে অনল কো শিস্
শীতল লাগি সিন্ধু সিনানে, দাহ বাঢ়ল না পাই দিশ॥
আদর নিধি সুত, সন্ততি জায়া, স্বজন কো প্রীতি হে গিরীশ!
ভাদর ভীষণ বাদর রাতি প্রায়, গাঢ় আন্ধল ওহে আধনারীশ॥
লিখন কো মারে, গোবিন্দ পামর, জপতপ সাধনে ঘোর আলিস্।
হরি নাম কীর্ত্তনে, মুখে তার আওত, আন বচন অহর্নিশ॥ ২০।

কীর্ত্তনাঙ্গ ললিত—একতালা।

বৈশাখ-নব-বারিদ-রুচি রুচির বরণ ও কে রে সখি?॥
নীল শতদল, নীল নভঃস্থল,
নীল অচল, জিনিল দেখি॥
মদনেরি বাণে মৃগমদসনে, খর্ব্ব ক'রে সই খেলত খঞ্জনে
কুঙ্কুম কুসুমে গঞ্জনা দিয়ে,বল্ কে উহার আঁকিল আঁখি?॥
আমি কিরূপে ধৈরয রাখি? (স্মর যে হৃদিসরোজে হানে শর)
চিত আমারি চাহি ও অঙ্গ, কভু হয় চাতক কভু হয় ভৃঙ্গ,
(আবার) চাঁদ ভরমে চুমিতে চাহে হ'য়ে সে চকোর পাখী।
চিত-চপলকারী চূড়ায় সইরে চমকে চারু চন্দ্রকী।—
ভূষণ ও তনুর কুসুম রেণু, কবলবেত্র বিষাণ বেণু,
গণ্য নহে হিরণ্য যত, ওর বন্য ফুলে লাবণ্য দেখি॥

কে না ভুলে ওরূপ নেহারি! (কেবল আমি নই এই জগত
বিম্ব বিজয়ি অধর বিম্ব, বকবিড়ম্বি অলকা দম্ভ,
কর্ণে মকর মুখ কদম্ব মঞ্জরী মনোহারী। (আবার)
বল্লরী কুল দুর্ল্লভ করপল্লবে শোভে বাঁশরি।—
গলে গজমতি অতি অমূল্য, মল্লি মালতী কুসুম মাল্য,
সাধ সে তুল্য বিহীন মূরতি ফুল্ল হৃদয় সরোজে রাখি॥ ২১

মিশ্রমল্লার—কাওয়ালি।

হায় কি রূপ হেরিলাম গো সজনি॥
কালিন্দী-জল কজ্জল, সজল জলদজাল, কাল জলরুহ কুলম
তমাল ঘোর ঘন শ্যামল লাবণি॥
রাম হইলে হ'তো হরিত-মণিকিরণ,
হরিত নধর নবদুর্ব্বাদল বরণ,
ধরিত না রে ফুল ধনু সে অতনু, মোর শিহরিত না তনু সজ
হবে বুঝি কাম মরম রমা দুর্ল্লভ,
রোহিণী রমণ মনোরম রমা বল্লভ
তাও ত কথন নয়, এ যে নব কৈশোরশান্ত মধুরম
হেরি অবধি তিরোধান জ্ঞান মোর, আনচান করে প্রাণ দিনর
কেন হে সেরূপে প্রেম দরিদ্রা
জিত পীতধটি সেই হেম হরিদ্রা,

হাতে মুরলী কত মাধুরী তাতে, মাথে মোহন চূড়া মাতে গো রমণী।
কোটি কোটি মকরধ্বজ মরে লাজে,
মকর মুখাকৃতি কুণ্ডল সাজে,
হায় কার নিরমাণ, নয়নবাণে হানে কুল রমণীর মান ;
হাসে বরষে সুধা ভাসে বসুধা উপহাসে মধুর মৃদুভাষে তোষে ধন—
সেই ত্রিবঙ্কপদনখে আতঙ্ক পেঁয়ে কল,
কলঙ্ক-কালী মাথে মৃগাঙ্ক মণ্ডল,
অঙ্গে কুমুদ-মদ-হারী কদম-মদ-গন্ধ ছুটিছে মোহি অবনি—
সুরেন্দ্র নীলগিরিশিখরে সাদরে যদি,
ধনুরাকারে শতচন্দ্র গাথিত বিধি,
তবু ত হ'তনা ঐ, [illegible]র তুলনা সই,
হয় নয় কুলশীল রাখি চললো সখি ! দেখি আসিগে পুনঃ
আঁখি সকল গণি ॥ ২২ ।

মল্লার কাওয়ালী।

কেন গিয়েছিলাম যমুনা পানে।
হরি নিল মনঃ প্রাণ, হরি নীলবরণে ;
শিহরিল তনু বেণুর গানে ॥
(সইরে) মদন সঙ্কেত বাঁকা নয়নে।
ঈষদ অঞ্জন রেখায় কত শোভা তায়
আবার নাচায় ভুরুকুটি তখন দেখিতে কে না চায়।

(সই রে !) অলকায় আলো করে কাল কায়,
আবার নিঙ্গোড়ি চান্দেরে বিধি, বাছিয়ে কলঙ্ক তারো,
বদন গঠেছে বুঝি বিধাতায়—
(সইরে !) কটি শোভা করে পীত বসনে, ভুলি কেমনে,
নারীর মন-মীনবরে অলক্ষিতে গ্রাসিবারে,
মকর কুণ্ডল দোলে শ্রবণে ॥
শিরে শিখি পাখা সখি হেলায়ে দিয়েছে বামে,
কুলগিরি ক'রলে গুড়া বিনোদ চূড়ারি ঠামে,
পাসরি কেমনে সেই রসিক রসধামে,
পাগলিনী বুঝি হ'লেম রে এত দিনে ॥ ২৩।

মূলতান—কাওয়ালী।

আমার একি হ'লো বল গো সহচরি !
শয়নে স্বপনে জাগরণে ভূতলে গগনে,
ভবনে বা বনে যে দিক্ নেহারি, সইরে !
সঘন সে ঘনবরণে হেরি ॥
পেতে রূপের ফাঁদ কালাচাঁদ,
দেখায়ে চান্দ মুখের ছান্দ
ভেঙ্গে দিলে কুলের বাঁধ কি করি ?
ফুটিল মরমে মোর, কুটিল কটাক্ষশর,

ছুটিল ভরমে ঘরম বারি,—

বুঝি ধরম গেল রে সরমে মরি ॥

ও তার শ্যামাঙ্গ মহিমায়, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায়,

অনঙ্গ গরিমা করে চুরি,—

অবয়ব সেরূপ, এ নব বয়সে হেরি,

বাসনা আবাসে নাহি ফিরি।

এ'লাম অবশেষে অবশে সই! কি করি? ॥ ২৪।

———

ললিত—কাওয়ালী

সে ত নয় ধনি সামান্য ফণী ॥

ফণা ভয়ে বাসে সুধা, ফুৎকারে ফেনিল সুধা;

ফণী শয্যায় করে শয়ন, ফণীধরের শিরোমণি॥

কালো বটে কিন্তু সখি! কাল-মেঘে করে জয়,

কজ্জল কালিন্দী-জল কমল পায় ভয়,

মরকত চাঁদ চপলা চিকণ লাবণি ॥

পুরাতন ফণীর স্বভাব দুপাশে দুই পাখা রাখা,

এ ফণী কৈশোরে সই, শিরোদেশে ধরে পাখা,

না জানি কার নামের ভরে, প্রেমে বামে হেলে পড়ে,

চুমিতে সাধ সজনি লো! পা খানি।—

সাধারণ ফণী সবার শিরোমণি শোভাকর,

এ ফণীর যে কণ্ঠে মণি নীলকণ্ঠের মনোহর,
মুনি-মন-রমণীয়, রমণী-রমণ খনি ॥
অন্য ফণী দেখলে পরে কর্ত্তে হয় পলায়ন,
এ ফণী দেখিলে সখি ! সাধ হয় দিতে আলিঙ্গন,
অন্য ফণীর দংশনে বিষ, এ ফণীর দর্শনে বিষ,
কিন্তু যখন দংশে রে সই ! নামে বিষ তখনি ;
এ যে নিদারুণ বিষ মণি মন্ত্র মানে না,
নির্ব্বিষয়ী না হ'লে সই ! নির্ব্বিষ এতে হয় না,
গুরু জনার গর্জ্জন আর গঞ্জনার প্রলেপ বিধি শুনি ॥
গোবিন্দ কয় অন্য ফণী সামান্য রন্ধ্রেতে বাস
জগত জোড়া ব্রহ্মরন্ধ্রে এ ফণীর যে নিত্য বাস,
অন্যের চক্র দেখা যায় ইহার চক্র বুঝা না যায়,
বক্র ভাব উভয়ের সমান জানি,—
অন্য ফণীর দর্শনে পা, রাজা না কি হওয়া যায়,
এ ফণীর দেখিলে পদ ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়,
তাইতে রে, ও পদের কাঙ্গাল ব্রহ্মা বিষ্ণু শূলপাণি ॥২৫।

বরষাতি—একতালা।

ঐ বাজিল বেণু কাঁপিল তনু চমকিল মোর প্রাণ রে ॥
(গেল) ধরম করম, সরম ভরম মরমে বিন্ধিল বাণ রে ॥

এই দেখ সখি! ভাসিল আঁখি-জল সহ কুল মানরে।
মরমভেদী গভীর নাদে বধির হইল কাণ রে॥
নাজানি বন্ধুয়ার মোহন মুরলী কতই মধুর নিদান রে,
এত যে নীরস অভাগিনীর নাম তাও যে সুধা সমান রে॥
শুধু মধু নয় সেই রাধারবে আছে কি কুহক মিশানরে।
পেয়ে তার ছায়া জগভরি ঐ,—রাধা রাধা শুনি গানরে॥
শোন নাত কেউ, যমুনার ঢেউ, রাধা বলি ধায় উজান রে।
মলয়ের বায় রাধানাম গায় পরশে অনল ভান্‌রে।
কোকিল কূজন ভ্রমর গুঞ্জন রাধা নামে নিরমাণ রে।
কাকের কাকায় শিখীর কেকায় রাধা রাধা শুনি তান রে॥
অবশ হ'ল পা শিহরিল গা হ'রে নিল মোর জ্ঞান রে,
হারাইনু বল, হইনু বিকল, মন করে আনচান রে॥২৬।

খাম্বাজ মিশ্র—একতালা।

বাজে কি বিপিনে সখি! বাজে মোর হৃদয়ে সদা।
আনচান করে প্রাণ, ভুলেছি কুল মান, (আমি)
হ'য়েছি হরিণী বাণে বেঁধা॥
সে রব যখন করি সই শ্রবণ;
শিহরে শরীর পরাণ অধীর,
মরমে মূরছি পড়ি সই! তখন খসে কটীর নীল বসন,
হারাই যুবতী ধরম-ধন, যখন, সে রবে বলে
সই! রাধা রাধা॥২৭।

মিশ্র মল্লার—একতালা।

শুধু খসে না বসন।
ঐ শোন্, বেণুর মধুর রব কেমন,
অলক্ষিতে মনঃ প্রাণ করে আকর্ষণ ॥
মেঘের গতি অবসান,
ভাঙ্গেরে গন্ধর্ব্বের গান,
ভাঙ্গে সনন্দাদির ধ্যান,
বিধির বিস্ময় মন ॥
ভাবেন বিধি এই রব, মোর সৃষ্টি অসম্ভব,
এত মধু কোন রবে, করি নাই সৃজন—
কোকিলে দিয়াছি বটে, সেকি এত মিঠে রটে,
ভ্রমর ঝঙ্কারের মধু মধুর নয় এমন ॥
কত মধু ভারে ভারে, দিয়েছি ত্রিতন্ত্রী তারে,
তবু সেকি এত মধু উগারে কখন—
এমন মনো মুগ্ধকর, বিরাট মধুর স্বর,
আমি বিধি, সৃষ্টিকারী, হয় না ত স্মরণ ॥
যমুনার উজান গতি, দেখি রে তা লঘু অতি,
কুল-শৈল মূল, সইলো ! সইলো না তার ভর যখন—
বলির মনঃ নহে স্থির, অনন্তের ঘোরে শির,
ব্রহ্ম কটা ভেদি রব, করে রে ভ্রমণ ॥ ২৮ ॥

সুরটমল্লার—কাওয়ালী।

অপরূপ দেখিতে শ্যামের রূপ সাগর।
একে তরঙ্গ, তায় কত রঙ্গ, ভুরু ভুজঙ্গ ভাসিছে
দে'খে কাঁপে অঙ্গ থর থর।।
কিবা নাভি তার আবর্ত্ত প্রায়, ত্রিবলী ঢেউ উঠিছে তায়,
ফেন পুঞ্জ হ'য়েছে তাঁর পীতাম্বর।।
লাবণ্য লহরীর বেগে, দুকূল ল'তে চায় ভেঙ্গে,
মুকুতা ফল হয়েছে দন্ত নিকর।।
মধুর বেণুর বোল, সে জলের কল্লোল,
নারীর—মনঃ মীন গ্রাসিতে সইরে! কুণ্ডল হয়েছে মকর।।
সই বালক-কুন্তল ঘটা, নবীন শৈবাল ছটা,
প্রবাল হয়েছে ললিত অধর—
গলদেশ হ'য়েছে শঙ্খ, অলকারূপ কল হংস,
সারি সারি সন্তরিছে নিরন্তর।
বিষম পারাবার, পার হওয়া ভার,
আবার মাঝে মাঝে কটাক্ষরূপ—
বাড়বানলের আড়ম্বর।।

ভৈরবী—যৎ।

সাধ কি মিটে নাই হে? রুধিরে সাঁতারি।
সে বিপদে পদে যাঁর ছিলে হে মুরারি! শ্বেতাঙ্গ বিথারি—
শ্যামরূপে সেই শ্যামায় সাজায়ে তুমি গৌরী,
করেছ গিরিধারি! আজি বামে রাধা প্যারী॥
(তখন) দানব শোনিত সিন্ধু শয়ানে,
হারা'তে সিন্দূরে সান্ধ্য তপনে,
ভুলেছ তা কি তাপহারি!
রক্ত জটা জুট মণ্ডিত মাথে,
রক্ত গঙ্গা জল তরঙ্গ তাতে,
রক্ত ভুজঙ্গ সারি সারি,—
রক্ত আধ চন্দ্রমা, রক্ত তার চন্দ্রিমা,
রক্ত হাড় মালা ত্রিপুরারি!
আজি সে শোণিত বিহার সুলভ নাহি হেরি—
আবিরে রাঙ্গা তাই কি হ'য়েছ বনোয়ারি॥
আ'জ রাঙ্গা নিকুঞ্জ ফুল মুকুল মঞ্জরী,
ফিরে রাঙ্গা অলিপুঞ্জ তায় গুঞ্জরি,
রাঙ্গা কোকিল শুকসারি ঃ—
রাঙ্গা শ্রীবৃন্দাবন রেণু বেণুধারী,
রাঙ্গা কালীয় হ্রদ কালিন্দীবারি,
সকলি আজি রাঙ্গা নেহারি।

রাঙ্গা সব সঙ্গিনী, রাঙ্গা রাই রঙ্গিনী,

রাঙ্গা শ্যামাঙ্গ তোমারি,—

রাঙ্গা করেছে ধড়া চূড়া চারু বাঁশরী

কুম্‌কুম্ বরণা রাই কুম্‌কুম্ মারি ॥

হোরি খেলিবে যদি হৃদে এস না,

মন দোলনায় মৃদু মন্দ দোল না,

ক'রনা ছল চাতুরী—

দিব ধীরে ধীরে আভীর নন্দন,

গভীর প্রেমরূপ আবির চন্দন,

দিব প্রবৃত্তি পিচকারি—

সুখে তার সঙ্গে, শ্যাম হে তব অঙ্গে,

দিব জ্ঞান গন্ধ বারি।

দেখে গোবিন্দের মন্দ-ভক্তি-রূপা নারী,

রেগ না রাঙ্গা পায়ের ও যে তুলসী তোমারি ॥ ৩০ ।

কীর্ত্তনাঙ্গ—একতালা।

ঘাটে হেরিনু নব কৈশোর কে সে শ্যামল লাবণি।

ধন্য কদম্ব মূল যমুনা তট জগত পাবনী ॥

রূপে মন বিদগ্ধ রস বিদগ্ধ চূড়ামণি !

মুগ্ধকর সে পীতবসন স্নিগ্ধ ঘনে সৌদামিনী ॥

ইন্দ্র-ধনুক তুচ্ছকারী কুসুম গুচ্ছ গাঁথনী।
ময়ূর পুচ্ছ খচিত সই রে উচ্চ চূড়ার টালনী॥
বিনোদভালে নিবিড় অলকা বলাকা মদবিড়ম্বিনী।
নধর বক্ষে ভৃগু পদাঙ্ক মণি কৌস্তুভ সাজনি।
যুবতীবক্ষ বল-বিদারী চল-কটাক্ষ চাহনি।
বিনোদ ফুল্ল কুসুম মালে নবীন গুঞ্জা গাঁথনি॥
শ্রবণ মূলে মকর-মুখ মণি কুণ্ডল দোলনি।
কর পুষ্করে শোভে সই রে মুরলী মদন মাদনি॥ ৩১।

সিন্ধু খাম্বাজ—আদ্ধা।

ছাড় ছাড় লো সুন্দরি ঐ নীলবসনে :—
নীল বসন নব নীরদ জ্ঞানে বেগে আসিল—
অনিল, তরি আনিল তুফানে॥
একে আমার জীর্ণ তরি নাহি মানে জল,
তব যৌবন ভরে করে টলমল,
বদন ঢাক দিয়ে বসন অঞ্চল,
নইলে খসিল কেরবাল হাতে
হেরে চাঁদ বদনে॥
দধির পসরা এখন রেখে কিবা ফল,
ফেলাও যমুনায় ধনি যায় উঠে জল

বুঝিবা তরণী হইল তল—
ডালা ভরি বালা এখন সেঁচ জল যতনে ॥ ৩২ ।

দ্বিতীয় স্তবক।

আলিয়া কীর্ত্তনাঙ্গ—তাল ফেরতা।
(একতালা।)

জয় দুর্গে শ্রীদুর্গে দুর্গে ভুলালি মা, পে'য়ে আমায়
অবোধ সন্তান ॥
পিতৃ-রাজ্য বলি, পাঠাইলি, ভবে ও ভবানি !
না জানি তোর কেমন কঠিন প্রাণ !!
পিতৃ-রাজ্য হবে যদি মা, কেন দেখি বল্ শ্যামা
চা'র দিক ভীষণ জঞ্জাল,
অসার ভৌতিক ইন্দ্রজাল,
কাল ধীবরের জাল পাতা সর্ব্বস্থান ॥
শুনেছি মোর পিতৃরাজ্য, কালের রঙ্গ ভূমি নয়,
হয় না ব্রহ্মময়ী তথা জন্ম মৃত্যুর দারুণ অভিনয়—
বিধবা সতী সেখানে
পায় না আঘাত কোমল প্রাণে,
কয় না, কোথা প্রাণেশ প্রাণময় !

টুটে না তার সিঁথার সিন্দুর ভাঙ্গে না প্রণয়,
এত নয় এত নয় আমার পিতৃ-রাজ্য নয় !!—
তথা ভগ্নী পায় না ব্যথা
(সবাই যে আনন্দে থাকে)
কয় না প্রাণের ভাই তুই কোথা,
মায়ের কাছে সুখের ঠাঁই—
তথা হা পুত্র রব নাই !!
আবার পালে না পোষে না জঠরে ধরে না—
করে না জননী স্নেহে স্তন্যদান ॥

(আড় খেমটা)

পূর্ণ শান্তির নিত্য লীলা হয় সেথানে ব'লেছিস তুই,
হেথা শান্তি পে'তে কেন মা ! জলন্ত চিতাতে শুই,

(একতালা)

হংসধ্বনিতে এখানে
কালের আহ্বান পড়ে কাণে
তা হ'তনা হ'লে পিতৃস্থান—
মাভৈ রবে বা'জ্‌ত যে মা ভৈরবের বিষাণ,
হ'তনা হ'তনা ব্যাকুল এমন প্রাণ,—
তথায় চিরারোগ্য বই
(মা গো রোগের ভোগ ত কেউ ভোগে না)
এমন রোগের ভোগ বা কই,

সে যে পূর্ণানন্দে পোরা,
এ যে শোক বিষাদে ভরা
নইলে জলে স্থলে শ্মশানের কোলে
উড়ে কেন কালের বিজয় নিশান ॥

(আড় খেমটা)

চন্দ্র সূর্য্য বিনাও সেথা কোটি চন্দ্রের শীতল কিরণ,
হেথা পূর্ণ শশীর মাঝেও মা ! মসীর ছড়া কি কারণ ?

(একতালা)

যতিগণ যতনে রটে,
জ্যোতির্ম্ময় সে রাজ্য বটে,
জ্যোতির আত্মা জ্যোতির দেহ প্রাণ ;
জ্যোতির পাখী যতির বিরাম
বুঝে করে জ্যোতির গান।
যারা যায়, জ্যোতির বায় জুড়ায় তাদের প্রাণ
কত জ্যোতির ফুল যে ফুটে,
(তথায় জ্যোতিঃ বই আর নাই মা আন্ধার)
তাতে জ্যোতির গন্ধ ছুটে,
তাই বলি মা ! তোর কাছে,
যা হবার তা হ'য়েছে,
এখন ছলনা ত্যজিয়ে,করুণা করিয়ে,
কর গোবিন্দে সেই রাজ্যে স্থান দান ॥ ১।৩৩

ঝিঁঝিট কীর্ত্তনাঙ্গ—তাল ফেরতা।
আড়া—

কালিকে! রাধিকে! যশোদে! যশোদা-নন্দিনি,
কৃষ্ণ প্রসবিনী রাই! কৃষ্ণ মনোমোহিনি!
(ও তোর মহিমা কি জানি গো)
সাধিকা সাধকে যিনি [illegible] না করিতে শিবে!
স্বাদ নানাবিধ দিয়ে যোগায় অন্ন জীবে,
সেই ত [illegible] অন্নদাত্রী রাধা [illegible]াতনী!
জ্ঞানের অভাব [illegible] সে ভাব ভুলে তোয় রাধা বিনে.
কভুও একবার অন্নপূর্ণা ব'লে ত ডাকিনে,
এমন জ্ঞানে নিস্তার কি আর পাব সর্ব্বাণি!
তুমি যে অনন্তরূপা অনন্ত নাম ধারিণী॥

(দশকুশি)

দারিদ্র্য দুর্গতি দৈন্য দুর্ম্মতি দূর কর জন্য
রাধে! তোমার দুর্গা এক নাম।
কিন্তু তোমায় মূঢ় জনা জয় দুর্গা ব'লে [illegible]ক না,
কে না জানে তুমি তারে বাম॥
শিবদান যার রাত্রি দিবা, শিবা বই তায় ব'ল্‌ব কিবা,
সে তত্ত্ব কি জানে তত্ত্বহীনে.
দুস্তর ভবসাগর, রাই যখন তরাতে পার,
কি আর বলিব তারা বিনে॥ (তখন তোমায়

(আড়া)

দুর্গমে পড়িলে গা'ব, দুর্গা নামে গান।
সঙ্কটে পড়িলে ছাড়িব তারা নামে তান,
অন্নদায়ে অন্নপূর্ণা ব'ল্‌ব দিন রজনী।
কালে লয় হবার কালে বৃষভানু বালিকে।
অবশ রসনায় তোমার বলিব কালিকে—
[illegible] কলুষ কৃতান্ত বারিণী।
(আবার) প্রকৃতি পুরুষে যখন করিব সংযোগ রাই,
তখন যেন বিরলে তোর রাধা নামটি গাই ;
হয়ো তখন নিত্য মধুর ভাবের ভাবিনী।
তুমি যে গতিদা গৌরী গোবিন্দের জ্ঞানরূপিণী ॥ ২ । ৩৮ ।

ললিত—ঝাপতাল।

মা তোমার মায়া বিভূতি জানে কে আর তোমা বিনে।
জানলে জানে সেই মাত্র যে নয় তন্মাত্রের অধীনে ॥
ক্রিয়া শক্তিরূপে তুমি সৃজ জগত ব্রহ্মাণী ছলে,
ইচ্ছা শক্তি হ'য়ে পাল লোকে তাই বৈষ্ণবী বলে,
মিছে পৃথক্-ভাবে তোমায় ভাবে জ্ঞানহীনে ॥

জ্ঞান যোগে প্রেমিক যারা,
মিথ্যা জগত্ জেনে তারা,
চিরতরে মুদেছে তারা,
তারা ! তোর ধ্যানে,—

সেই ত জ্ঞান শক্তি তুমি রুদ্রাণীর ছলে শিবে !
মিথ্যা জগত্ ভেঙ্গে দেখাও সত্য শূন্যাকার জীবে,
তবুও সংহারিণী বই ভ্রমহারিণী বুলিনে ॥ (মোরা)

তুমি মরুভূমে পে'তেছ কল,
রে'খেছ মরীচিকায় জল,
কেনা জানে সে ছলা তোমার—
ভুলা'তে হরিণে,—

তুমি চকোরে উড়াও শূন্য পথে দেখা'য়ে পূর্ণিমার বিধু,
ভূতলে ভুলাও ভ্রমর দলে বন ফুলে যোগায়ে মধু,
শুধু কি মহামায়া ব'লে ডাকি নিশি দিনে ॥
কি মায়ার উদ্বেগে বল, বেগে বরিষে মেঘে জল,
তপনে তাপ চাঁদে সুধা, কারণ বুঝিনে :—
কি মায়ায় আকাশে তুমি চারু ইন্দ্রধনু দাগাও,
ভূতলে আবার সেই ধনুরে ময়ূর পুচ্ছের চাঁদে ফলাও,
কি মায়ায় তপন তাপে হাসাও মা নলিনে ॥
কি মায়ায় বা গর্ব্বে রই, কি মায়ায় ভূমিষ্ঠ হই,
পরিণাম তার মৃত্যু বই, আরত দেখিনে —

তুমি সূতিকা মন্দিরে আনন্দের প্রদীপ জ্বালো,
তুমি দেখাও মা পাষাণ কন্যে ! শ্মশান বহ্নির ভীষণ আলো,
ধন্য মায়া !! এতেও মোরা বু'ঝেও বুঝিনে ॥ ৩ । ৩৫ ।

ভৈরবী—একতালা।

বল্ বল্ ও পাষাণের মেয়ে !
তাতেও আমি ভয় না করি,
কেবল এই আক্ষেপে মরি,
কাল-ভয়-হারিণী নাম তোর,
বিফল হল মোরে দিয়ে ॥
দশ শত দলে তুমি, অসতের দলে আমি,
ভ্রমি ভ্রমি ভূমি তলে, পড়ি ভ্রমি হয়ে,—
ঘুচাইতে ভবে আসা,
পুনরায় উঠিতে আশা,
কিন্তু বাবা দিগ্‌বাস আমারে—
উঠ্‌তে বলেন্ সুধা খেয়ে ॥
নিজে মহাবিদ্যা তুমি, পিতা মহাবিদ্যার স্বামী,
তবে কেন রই মা আমি অবিদ্যায় মাতিয়ে :—
পিতা কুলের চূড়ামণি,
তুই যে কুল কুণ্ডলিনী,

তবে কেন গোবিন্দ তোর—
অকূল ভবে যায় ভাসিয়ে ॥ ৪। ৩৬।

টোড়ী ভৈরবী—একতালা।

আমি নই মা তেমন অবোধ ছেলে ;
হাজার কষ্ট দিস্ না কেন মা ! তাই কি দুর্গানাম
তোর যাব ভুলে ॥
যতই কষ্ট দিবি কৃষ্ণ সহোদরা,
ততই বলব দুর্গা, দুর্গা, দুখহরা,
দুর্গতি ভোগ বিনে, দুর্গা লাভ দেখিনে,
ভিখারী হয় শিব কি তা হ'লে ॥
সংসারের সম্বন্ধ সম্পদ কালে বাড়ে,
সঙ্কট কালে শ্যামা সবাই সঙ্গ ছাড়ে,
তোর সনে সম্বন্ধ, সম্পদে রয় বন্ধ,
বাড়ে সুপদ বিপদ পেলে ;—
জেনে শুনে তাই সম্পদ নাহি চাই,
সম্পদ পেয়ে পাছে শ্রীপদ ভুলে যাই,
মা তোর, দুর্গা নামের জন্য, বিপদ স্মরণ চিহ্ন,
বিপদ বন্ধু তাঁই মোর বিমলে ॥

নে না কেড়ে শিবে! পুত্র পরিবার,
দে না ঝুলি কাঁথা কৌপীন পরিবার,
দে না অঙ্গে ছাই ভস্ম মাখিবার,
তাতেই কি আর মন্ টলে ;—
শোক, রোগ, দুঃখ এ সকল অম্বিকে!
তোরে ভুলাইতে দারুণ বিভীষিকা,
এতে পেয়ে ভয়, যে তোরে ভুলে রয়,
ঐ অভয় চরণ তার, কি মেলে॥ ৫। ৩৭।

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ

সংসারী বলিয়ে শ্যামা ঘৃণা আমার কর মিছে।
দেহ আমার গেহবাসী মন্ যে সন্ন্যাসী হয়েছে॥
দুর্নিবার বিষয় দায়,
দেহ আমার গেহ চায়,
মন কিন্তু আগে হ'তেই
শ্মশান আশ্রম সার ক'রেছে॥
দেহ দিব্য বসন ধরা,
মন যে আমার কৌপীন্ পরা,
দেহ চায় মোর গন্ধ তৈল মা!
মন যে চিতা-ছাই মেখেছে॥ ৬। ৩৮।

মূলতান—একতালা।

আমার পার পাওয়া ভার হ'লো ॥ (এই অপার ভবপারাবার মা !) আগে করি হেলা, হারালেম যে ভেলা, মিছে খেলায়—কেবল বেলা গেল ॥

উচিত ছিল প্রাতে পারের ঘাটে আসা,
এখন আরও প্রবল কু-আশার কুয়াসা,
মোহ মেঘে আসি ঘিরে নিল বেশী,
কাল নিশি তাতে যোগ যে দিল ॥

ক্রমে আধি ব্যাধির শিলা বিভীষিকার বৃষ্টি—
বেগে আসি দৃষ্টি রোধিল।
নিজেই নিজকে এখন দেখতে নারি আর,
কোথায় তরি আমার কোথায় কর্ণধার,
কোথা রইলে তুমি
কোথা রইলেম আমি
মাতৃ স্নেহের চিহ্ন এই কি বল ?

আগে রণে বনে হুতাশনে কি জীবনে জীবনে যে রেখেছিল।
সেই চিরদিনের সখা এ সঙ্কটে একা রেখে কি সে চ'লে গেল।
যা'ক কিন্তু তবু একবার ডেকে দেখি,
কোথা কালদমন কৃষ্ণ কমলাঁখি !
পেলেম না ত সাড়া (ডাকিলাম কই)
ভবের ঘাটে খাড়া—

কত ক্ষণ আর আমি থাকি বল ॥
তোরে ডাকি নাই মা আগে তাইতে যদি রাগে
বিমাতার প্রায় ক'রে থাকিস্ ছল,
তবে প্রবঞ্চনা বই ওগো ব্রহ্মময়ি, মায়ের স্নেহ—
কিসে কই ভাল ?
তবু জন্মের শোধ আজ ডেকে নিই শেষ কথা,
মা মা মা রইলি মা তুই কোথা !
গোবিন্দের এখন ক্ষমা করি ; চরণ-
তরি দিয়ে পারে, নিয়ে চল ॥ ৭ । ৩৯ ॥

মিশ্র ভৈরবী—খেমটা।

হলি হলি বিমুখ শিবে ! কে চায় মা তোর প্রসন্নতা ॥
ঘু'চেছে মনের ধান্দা ব্রহ্মাণী তোর ক্রোধেও যে ফল বরেও
যে তা ॥

কি পুণ্য ছিল কেশরীর,
কি পবিত্র অসুর শরীর,
কি পবিত্র শবের বুক তাই
দেখি রাঙ্গা চরণ পাতা—

ওকি মা নরকে গেছে ক্রোধভরে তুই কে'টে যার
ধ'রেছিস্ মাথা ॥
কৈলাসের স্বর্ণধামে
ব'সে থাক শিবের বামে
ব'সে থাক মায়ের কোলে
ইচ্ছা তোমার যথা তথা—
মা মা ব'লে কাজ কি ডে'কে ব'সে থে'কে এম্‌নি পাব,
মা তোমাকে ভুতে আর চাইনে ছুঁতে ভূতের পসার ফুল
আর পাতা ॥
পাপী জনে নরকে যায় পুণ্যবানে স্বর্গ যে পায়,
সেটি কেবল মনের ভুল মা স্বর্গ নরক কথার কথা—
এসেছি তোমা হ'তে, আছি তোমায় মাগো শিবে,
যাব তোমায়,
গোবিন্দের তোমা ছাড়া এ জগতে স্থান বা কোথা ॥ ৮ । ৪২ ॥

———

মিশ্র-মল্লার—একতালা।

কাজ কি আমার স্বজন সঙ্গে দ্বিতল গৃহবাসে ॥
গেল না যখন মরণভীতি কাঁপি শমন ত্রাসে ॥
রাজত মণিরাজ বিভব ভাবে সে মূত্রফেনা,
মানে না গজ তুরঙ্গম চতুরঙ্গ মহতী সেনা,

তোমারি কৃপা বশ ত মাতঃ! অস্ত্রে বশ ত সে না,
সে যে ছাড়ে না উগ্রবচন বাণে, ভোলে না মৃদুল ভাষে॥
সে যে দারুণ কাল সর্প
হ'লে হয় কি মা! কন্দর্প
কালে অকালে গরল ঢালে
রাখে না রূপের দর্প।
সে যে মানেনা উচ্চ প্রাচীর পরিখা ভাঙ্গে অচিরকালে,
কেলি-কোমল-কুসুম-কুঞ্জে ভীম হুতাশ জ্বালে,
নাহি থমকে গীতি গমকে নাহি চমকে তালে,
সে যে মানেনা বিদ্যাবুদ্ধি বিভব বাহুবল বিনাশে॥
(আমি) এ ছার সংসার-দুর্গে।
আর রব না দুর্গে।
হব উদাসী শ্মশানবাসী
যা হয় হবে তা ভাগ্যে—
আর কি ভুলি লব মা ঝুলি ঝুলিব না মায়া ফাঁসে,
মাখি ভসম সাজাব শির মা! পিঙ্গল জটা পাশে,
ডরে সে কেবল কৌপীন ডোরে সাধু সজনে ভাষে,
কহে গোবিন্দ সেটিও ভুল মা! ডরে সে তোমার দাসে॥

৯। ৪১॥

ভৈরবী—একতালা।

জয় কালী জয় কালী জয় কালী কালবারিকে।
জয় দুর্গে জয় দুর্গে জয় দুর্গে দুখহারিকে ॥
জয় তারা ! জয় তারা ! জয় তারা ! ভবতারিকে।
জয় মঙ্গলা জয় মঙ্গলা জয় মঙ্গল-ফলদায়িকে ॥
জয় ষোড়শী ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী ভবসুন্দরী,
ধূমাবতী মাতঃ মাতঙ্গিকে ;—
জয় ঘোরা, জয় অঘোরা, জয় জয় ছিন্নমস্তকে।
জয় বগলে জয় বিমলে জয় অমলে কমলাত্মিকে ॥

(কাওয়ালী)

জয় জয় চণ্ডিকে চণ্ড বিঘাতিনী,
চণ্ডরূপিণী অসি মুণ্ডধারিণী
খণ্ড সুধাকর ভালিকে ;—
জয় কর কাঞ্চী প্রলাঞ্ছিত জঘনা
ঘোরান্ধ ঘৃণাকারী ঘনাভ্রবরণা,
বিশ্বশরণা ক[illegible]লিকে ;—
জয় ভীষণ[illegible]ঘোর দর্শনা,
লোল[illegible]রসিকে ॥
[illegible]ভয়া ভয়দা বরদাত্রী,

জয়তি জয়া বিজয়া জগদ্ধাত্রী,
যোগীজন মনঃ তোষিকে ঃ—
জয়তি নিয়তি অতীতা অতি চণ্ডিকে,
জয় অজিতে অপরাজিতে অম্বিকে,
অনঙ্গ হর হর-নায়িকে !—
জয় বিগলৎ কুন্তলা, কপাল কুণ্ডলা,
নৃমুণ্ড-দল-মালিকে ॥
জয় বিশ্ব-স্বাটবধূ বিরাট সম্পদা,
প্রেত পদ্মাসনা প্রত্যালীঢ় পদা,
প্রমত্ত জন প্রদাহিকে !—
জয়তি জয়ন্তী নগেন্দ্রবালা,
যোগেন্দ্র হৃদি বৈজয়ন্তীমালা,
গোবিন্দে ত্রাণকারিকে ঃ—
জয় অবধূতি, জয় শিবদূতী,
দ্যুতি রূপিণী কালিকে ॥ ১০ । ৪২ ॥

মল্লার—ঝাঁপতাল ॥

ওঁকার রূপা পর ব্যোম-নিবাসিনী।
সাধক জন শিরসি শত পত্রে পাদচারিণী ॥

তড়িতাবলি জড়িত শত চন্দ্র জিত লাবণী।
মধুরাধিক বধুরা মধু মধুর ভাব ভাবিনী ॥
তুমি নাদ রূপা বট মা কর নাদে সব সৃষ্টি,
নাদে লয় পালন মেঘ, নাদে করে বৃষ্টি,
নাদে নীলাকাশে, তপন শশী হাসে,
নাদে বহে বায়ু ঘন বক্ষে ঝলে দামিনী ঃ—
নাদে স্বরগ্রাম সঞ্চারিণী—
মাতঃ মার্ত্তণ্ড মণ্ডল মধ্যবর্ত্তিনী।
নিত্য চৈতন্যোদিতাদিত্য সোমলোচনী ॥
দেব পঞ্চানন বর্ণে, তুমি পঞ্চাশৎ বর্ণে,
পঞ্চাকারে প্রবেশ কর পঞ্চায়তনী কর্ণে,
প্রবেশি নিজ অঙ্গজে, রাখ হৃদি পঙ্কজে,
হংস সহ রঙ্গে অহরহ যে রহ রঙ্গিনী।—
আপনা প্রেমে বিভোরা তুমি আপনি—
ত্বংহি অনিমাদি অনিরুদ্ধ শিব-কামিনী।
সমাধি অমাবস্যা নিশিবশ্যা ভবগেহিনী ॥
হও তপন কা'র পক্ষে, গণদেব কা'র চক্ষে,
কালী কালরাত্রীরূপে হাস মা কা'র চক্ষে,
ধর শির কৃপাণ হাতে, বরাভীতি শোভে তাতে,
পর মা নর মাথে গাঁথি মালা হরমোহিনী ;—
তুমি—যোগীজন সেব্যা মহাযোগিনী।—

কেহ বা কালকূটধর দেখে মা জটা জুটে ফণী,
কেহ পরায় ধড়া চূড়া ধরায় বেণু পাঁচনী ॥১১।৪৩॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

মা! তোরে ডেকে বল কি ফল তবে ফলিল।
কাল যদ্যপি চিরকাল মা সমান ভাবে হাসিল ॥
সংসার সৌভাগ্য তরে, দুর্গে গো ডাকি নাই তোরে,
বারম্বার যাতায়াত, বারণ হবে আশা ছিল ॥
কিসে বু'ঝব ভালবাসা, সেইরূপ যদি যাওয়া আসা,
সেইরূপ যদি ক্ষুৎ পিপাসা, চিরদিন মোর রহিল ॥
সংসারে কেউ নয় আপনার, তাইতে শরণ নিলাম তোমার,
তাতেও যদি আমি আমার, এই অহঙ্কার না ঘুচিল ॥
অনিত্য সম্পদ সুখে, সেই হাস যদি এল মুখে,
সেইরূপ যদি শোকবিষাদে, চো'খে জল মোর ঝরিল ॥
সার করে ঐ পদারবিন্দ, মায়া মোহে হয়ে অন্ধ,
সেইরূপ যদি শ্রীগোবিন্দ, বিষয় সেবাই করিল ॥১২।৪৪॥

মিশ্র খাম্বাজ—ঝাঁপতাল ॥

ব'স মানস মঞ্চে ভব-ভাবিনি।
ভবতারিণী ভীমা, ভীষণা ভয়ঙ্করী,
শ্যামা শুভকামা! শিবানি ॥
শম্ভু হৃদি-হ্রদ-হংস মনোহারিণী, সুখদায়িনী
ত্বংহি ভবনাটক সূত্র সংহারিণী ;—
বরদা দিগবাসা, চণ্ড-রণ-তাণ্ডবিনী,
শশিখণ্ডধরা তারা ভবরাণী ॥১৩।৪৫॥

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

হর হর মা কুমতি হর-কামিনি! নিস্তারিণি!
জাতি ধন জন গরবে মাতা! গিরীন্দ্র জাতা!
যাপি দিন যামিনী॥
সুজনগণ ভোগ্য ধনে ভাগ্য হীন হয়েছি,
সতত অনারোগ্য অবৈরাগ্য ভাবে রয়েছি,
জননি,তব যোগ যজ্ঞ জপ ভুলেছি,
ত্যজেছি, ভব বিচরণ-বারী,—ভব নারি!
তব চরণ বারি বারুণী ॥১৪।৪৬॥

পুরবী—একতালা।

জয় কালী কালবরণী। জয় সুরেন্দ্র শরণি ॥
ধরণীধর নন্দিনী দুখহারিণী হর নিতম্বিনী ॥
সেবে সুরা-সুর সিদ্ধ চারণ,
মাগতি দীনহীন আচরণ,
ভঞ্জন কুরু ভব বিচরণ,
দেহি চরণ তরণী ॥১৫।৪৭॥

গৌড় সারং—মধ্যমান।

পা দুখানি। দেরে দেরে মা গিরিবালা।
অন্তর হ'ক অন্তর জ্বালা ॥
এই সংসার নহে শান্তি নিকেতন
সঙ্কট ময় বন্দিশালা ॥
গোবিন্দ কতদিন পরিবে গো শঙ্করি!
মনোমোহন মোহ-মালা ॥১৬।৪৮॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

ডাকিতে মা তোরে, সব দিন রেতে, সময় না পেলাম
এক পল গো।
অন্ন চিন্তা রোগে, এ মা অন্নপূর্ণে! হারায়েছি বুদ্ধি বল।
রেতে করি আমি, দিবসের চিন্তা, দিবসে ঘুরি কেবল গো
নিভাতে দারুণ, জঠর অনল, শোণিতে করিনু জল গো॥
দেহি দেহি রব, গৃহে নিরন্তর, তা ত মা প্রাণ বিকল গো
জপে ব'সলে আমি, ভুলি মূল মন্ত্র, যা আমার শেষের সম্বল
'কঃ প্রাপ্তি কুত্র যামিতি' চিন্তা জীর্ণ হৃদি স্থল গো।
তাই—ধ্যানে ব'সলে আমি দেখি শূন্যময়—
সে শূন্যে জ্যোতিঃ বিরল গো॥
ছয় জনে টানে ডুবাইতে দহে গোবিন্দ তোর হীন বল গো
নিজ গুণে যদি তারো তবে বাঁচি, তা নইলে হইনু তল গো
১৭।৪৯॥

আলিয়া—কাওয়ালী।

রবে কপালের লেখা যতকাল বিদ্যমান মা!
হব কুপথে ধাবমান, কুপথ্যে আগুয়ান,
অকথা ভাষা শুনিতে পাতিব কাণ,

তত কাল করাল বদনা কালী মা তোরে—
হবে না হবে না দান করা মনঃ প্রাণ ॥
নিত্যই উৎপত্তি মোর কতই উৎপাত
কষায়িত আঁখে কাল করে কষাঘাত,
যাতনায় করি আন্ চান্ ঃ—
ভাগ্য ফিরিলে অবৈরাগ্য ভাব যে'ত,
গোবিন্দ পে'ত, চিরারোগ্য চরম সুখ—
উড়িত গো শঙ্করি কাল বিজয় কেতু—
তরণ হেতু মোরে চরণ সেতু দিতে দান ॥১৮।৫০॥

বেহাগ—আড়া।

ধনীর নয়, কাঙ্গালের অধিকার।
শ্যামা গো! তোর রাঙ্গা পদ ;—
কাঙ্গালের হৃদয় কুটীর—ঐ চরণ দুটি রাখিবার ॥
নয় হরি বিরিঞ্চির, চন্দ্র সূর্য্য শচিপতির,
বরুণ, বায়ু, বিঘ্নহর, মিছে দাবীদার ॥
কুবের বটে শিবের ভক্ত, তাই কি ও পা'র পাবে স্বত্ব,
হুতাশনের কি সামর্থ্য শমনের অনধিকার ;—
যে ধন পাবে পাপীতে, পায় কেন সে পা, পিতে,
নিশ্চয় আমায় হবে দিতে, রাখে সাধ্য কার ॥

কান্ধে যার কাঁথা ঝুলি, হাতে মড়ার মাথার খুলি,
লোকে দেয় যার গায় ধূলি অনন্ত ধিক্কার ;—
হেন দীন হীন পাপী, বিষম ত্রিতাপে তাপী,
তারি তরে রাঙ্গা পা তার ভবের আবিষ্কার ॥
আধি ব্যাধির পূর্ণ ভরা, দারিদ্র্য দুর্গতি জরা,
তেমন কাঙ্গাল গোবিন্দ বই দুটি দেখা ভার—
উচিত স্বত্ব বটে তারি, দেও দেও তারা চরণ তরি,
দাও না ভবে কর্ণধার মা হ'কনা ভবে পার ॥১৯।৫১॥

তৃতীয় স্তবক।

বেহাগ—মধ্যমান।

শক্তি কার ! কি আকার মায়ের করে নিরূপণ।
অঘোরা অনন্ত কায়া, অচ্যুত অনন্তের ছায়া,
অনন্ত অচিন্ত্য মায়া, অনন্ত দর্শন ॥
ভূর্ভুবঃ স্বঃ কলেবর তাঁর, মন রে প্রণব তাঁর জীবন,
জ্ঞান তাঁর অঙ্গের লাবণ্য শান্তি তাঁহার মন,
বেদের বাহু নিরূপম, তরু মাত্র গাত্র রোম,
নয়ন মায়ের সূর্য্য সোম, নক্ষত্র দশন ॥
সমুদ্র তাঁর গভীর নাভি মন রে মায়া তাঁর উদর,
পয়োধর ভূধর মায়ের কেশ জলধর,

আকাশ তাঁর নির্ম্মল বর্ণ, শব্দ মাত্র মায়ের কর্ণ,
নাসিকা তাঁর সমীরণ দশদিগ্ বসন॥
সত্য মায়ের হৃদয় ক্ষেত্র, মন রে বক্ষ তাঁর বিজ্ঞান,
পঞ্চাশত বর্ণের ওষ্ঠ অমৃতের নিদান,
বিদ্যা তাঁহার কণ্ঠের খ্যাতি, চক্ষের নিমেষ দিবারাতি,
কটাক্ষে হয় কেনা জানে সৃষ্টি লয় পালন॥
ত্রিগুণের মেখলাপরা মন রে কৌশল তার প্রচুর,
শ্রী, মঙ্গল, মায়ের আমার চরণের নূপুর,
ষড় ঋতুর ভূষণ পরা, কালের দর্পণ করে ধরা,
নাই রে মায়ের বাল্য জরা, স্থির কেবল যৌবন॥
প্রফুল্ল কুসুম মায়ের মন রে মধুর হাস্য লেশ,
অব্যক্ত শ্রী মুখপদ্ম মৃত্যু পৃষ্ঠদেশ,
গোবিন্দ জানে না মর্ম্ম শিরোমণ্ডল স্বয়ং ধর্ম্ম
আনন্দ স্বভাব মায়ের মুক্তি-প্রদ চরণ॥ ১। ৫২।

বেহাগ—মধ্যমান।

প্রতিমায় কেন মায় মন রে কর আরাধন।
বাহ্য পূজা মনের ভ্রমে (জীব) স্বর্গান্তে সংসারে ভ্রমে,
অন্তর্জ্জগত পুণ্যাশ্রমে, কর রে সাধন॥
হৃদি সুধা সিন্ধু মাঝে কর মণিদ্বীপ সৃজন,

কল্পনা কর রে তাতে পারিজাত কানন,
সেই কাননের মধ্যস্থলে বিমল কল্পতরুতলে
চিন্তামণি গৃহে মাকে কর রে স্থাপন ॥
পূর্ণানন্দময়ী মায়ের কর জ্যোতিঃ রূপটি ধ্যান,
সহস্রার গলিতামৃতে কর পাদ্য দান,
তাতেই হবে স্নান আচমন অর্ঘ্যরূপে সঁপ রে মন.
অসৎসঙ্গ গোপন মুদ্রা করাও রে দর্শন ॥
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ আদি পুষ্প পঞ্চদশ।
পৃথ্বিতত্ত্ব গন্ধযোগে দেও নিশি দিবস,
তেজস্তত্ত্বের প্রদীপ জ্বালো প্রাণের ধূপদান বড় ভাল,
জলতত্ত্ব রসের কর নৈবেদ্য অর্পণ ॥
দশদিগ্ দাও বসন রূপে দাও সূর্য্যকে দর্পণ।
চন্দ্রমা হ'ক ছত্র মায়ের চামর সমীরণ,
কাম ক্রোধ বলির প্রথা কুণ্ডলিনী সূত্রে গাঁথা
পঞ্চাশত বর্ণের মালা জপ রে সঘন ॥
মূলাধার হোমকুণ্ডে কর চিদগ্নি স্থাপন.
ধর্ম্মাধর্ম্মে দেও আহুতি জন্মেরি মতন,
হোমান্তে মন ! এই কাজ কর সোহং মন্ত্রের শান্তি পড়—
দক্ষিণা দ্বিজ গোবিন্দের আত্ম-সমর্পণ ॥ ২। ৫৩ ॥

ইমন—মধ্যমান।

মন! তোমার থা'কতে অতুল সম্বল।
বাহ্য পূজার আয়োজনে ব্রহ্মময়ীর পদে দেও
কেন মন মূল্যহীন বিল্লদল॥

সুভক্তি চন্দন-রাগে
ত্রিগুণ ত্রিপত্র যোগে
দেও সেই জ্ঞানদার পদে
জ্ঞান-গঙ্গাজল॥

অন্য ফুলের অন্বেষণে কিবা ফল,
বনের ফুল মনের কাজে, কে বলে মন ভাল সাজে
সাজে—সাজা আশা যে বিফল।—

কি ফল অন্য ফুল প্রদানে,
ভেবে দেখ রে নিজ উদ্যানে—
এক মৃণালে আছে ছয় কমল
সেই কমল যত্নে ধরি
"গৃহাণ পরমেশ্বরি"
মনোযোগে মন রে এই মন্ত্রবল॥ ৩।৫৪॥

ইমন—মধ্যমান।

কে জাগে মূলাধারে বল রে মন।
মূলহীন মায়ার আশ্রমে অমূলক পরিশ্রমে,
রাখলি কেন মূল মন্ত্র অচেতন ?
চেতন আছ ভাব তুমি
অচেতন দেখি রে আমি।
কর্ম্ম যোগের অনিদ্রা ত নয় চেতন
জেনেছি শ্রীনাথের শিক্ষায়
কাল রাত্রির শান্তি রক্ষায়
যাগ যজ্ঞে সিদ্ধ হয় না জাগরণ॥
দ্বারে বিষধরী রূপা কুলবধূ একজন,
কিবা দিন কি যামিনী
নিদ্রার ঘোরে আছেন তিনি
যদি তাঁরে জাগা'তে তোর মন—
প্রবোধ কৃপাণ যোগে,
বধ প্রবৃত্তি রে আগে,
বধ রে কামাদি ছয়জন—
বোধহীনা সে নবীনা কুম্ভকের বোধন বিনা
বৃথা রে অবোধ মাতৃ সম্বোধন॥ ৪। ৫৫॥

ভৈরবী—খেমটা।

কি সে চা'স রে কুল। ক্ষেপা বাপ তোর ক্ষেপী মা,
তা হয়েছে কি ভুল॥

পিতা যে তোর ঘোর সন্ন্যাসী,
মাতা যে তোর তাঁর প্রেয়সী,
সে বাপ মায়ে গৃহি স্থতে
হয় কি অনুকূল॥

তোর মনের সাধ রাজাপাটে, পিতা রয় শ্মশান ঘাটে,
মা পাগলী রয় না ঘরে, পেলে বিল্বমূল—
তোর সদাই সাধ জাগে প্রাণে
স্বর্ণ-কুণ্ডল প'রতে কাণে
বাপ পরে তোর কেনা জানে
বন ধূতুরার ফুল॥

ক্ষেপা ক্ষেপীর নাই কুলাচার করে না কুল মানের বিচার,
দুকুলে কেউ থা'ক্‌লে কি কেউ ত্যাগ করে দুকূল॥

তবু যদি থা'কতো মায়া
পেতিস্ কুল তরুর ছায়া
তা নয় মা যে খড়গধরা
বাপ ধরে ত্রিশূল॥

বিমাতা তোর দিবে রে পথ হয় না বিশ্বাস ক'রলে শপথ,

বাপ তাঁরে রেখেছে জটে তাইতে সে ব্যাকুল।—
জটার পেঁচে থে'কে তিনি
নিজেই পথহারা ত্রিপথগামিনী
তোরে কুল দিবে কি আপনি
করে সে কুল কুল॥
মন তুমি কুল যদি চাও, বিবেক শ্মশান আশ্রমে যাও,
কর্ম্ম সন্ন্যাসযোগে মাথ মোহ ভস্ম-ধূল।
ভক্তি কাঁথা প্রেমের ঝুলি
লও রে জ্ঞানের স্কন্ধে তুলি
গোবিন্দ!, তোর কুলের দায়িক
শ্রীনাথ দত্ত মূল॥ ৫।৫৬॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

কাল ব'লে কালী মাকে কালী মনে ক'র না।
সে ভাবে ভাবিলে কালী কালের ভয় ত যাবে না॥
এ জগৎ কালে মিশে কাল হয় মহাকালে লয়,
সেই মহাকাল যাতে মিশে বেদে তারে কালী কয়,
কল্পান্ত বই সেরূপ মা ত ধরেনা,—
বাকী তার দে'থে বহু কাল,
রুদ্র রূপী সেই মহাকাল,

ত্বরায় স্থান দেহ ব'লে,
ঐ পায়ে প'ড়েছে দেখ না ॥

শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, নানা বর্ণ কর রে এক,
সকল ঘুচে কাল বর্ণ হয় কি না হয় সেইটি দেখ,
তা হ'লেই মা কাল কিসে যাবে রে জানা ;—

এই যে বিচিত্র ভুবন,
একত্রে হয় চূর্ণ যখন,
অন্ধকার প্রকৃতি তখন,
তাইতে কালরূপ কল্পনা ॥

অজ্ঞানীর তামস ধ্যানে মা আমার কাল বরণী,
জ্ঞানীর চক্ষে রুদ্রাণী মোর শুদ্ধ জ্যোতিঃ স্বরূপিণী,
ক-রেফ্-ঈকার বিন্দু যোগে ভাবনা ;—

নৈলে, রবি লোম কূপে যার,
বর্ণ কি তার অন্ধকার,
জেনে শুনে গোবিন্দ তোর
এই, মন বিকার গেল না ॥ ৬। ৫৭ ॥

আড়ানা—একতালা।

নাই কি তোর ভয়ের লেশ।
কে রে কে রে কে রে ধরিস কেশ ॥

কি সাহসে ছুঁতে আলি,
জানিস না মোর মা যে কালী,
পিতা কপালী কঙ্কালী,
কালের কাল মহেশ ॥
মিছে দেখাস রাঙ্গা আঁখি,
আমি কি তোর ভয় রাখি,
থাক্ থাক্ একবার মাকে ডাকি,
টের পাবি রে শেষ ॥ ৭..। '৫৮।

ইমন—মধ্যমান।

দেখ রে দেখ মা'র চরণ। রে শমন!
তোর মত কত জনা লয়েছে শরণ ॥
ও রাঙ্গা চরণ তলে, কত বরুণ বায়ু খেলে,
কত হুতাশন কত সহস্রলোচন ॥
দেখ রে চরণে মা'র, শত শত শিশুমার,
গ্রহাদি নক্ষত্র সহ কতই গগন ;—
কত রবি উদয় পায়, কত আবার অস্ত যায়
কত চাঁদে হাসে কাঁদে লাগে রে গ্রহণ ॥
ও পদের নয় কেউ বৈরঙ্গ, দেখ রে কত শৈল শৃঙ্গ,
কত শত দিঙ্মাতঙ্গ ক'রছে বিচরণ ;—

দেখ রে চরণে থাকি, শিলা বজ্র বুকে রাখি,
কত মেঘ কত ছাঁদে করে বরষণ ॥
কতই সূতিকা ঘর, কত শ্মশান নিরন্তর,
চিতা মুখে ধূম রাশি ক'রছে উদ্গীরণ ;—
দেখ রে চরণের পাশে, কত জগৎ ডোবে ভাসে,
কত ব্রহ্মা বিষ্ণু হরের উত্থান পতন ॥
মনোযোগে দেখিস যদি, দেখবি কত নদ নদী,
প্রলয় পয়োধি ঢেউ তুলিছে সঘন ;—
অনন্ত ফণীর সাথে, কত পৃথ্বী শোতে তাতে,
কত হরি বট পত্রে করেছে শয়ন ॥
দেখ রে নয়ন ভরি, শ্রীগোবিন্দ পারের তরি,
কত খানা বাঁধা ও পায়, সদা সর্ব্বক্ষণ ;—
তোর মৃত্যু যাঁর পাশে, পশুর প্রায় চর্ম্ম পাশে,
বান্ধিতে এস তাঁরি দাসে, সাহস তোর কেমন ॥ ৮ । ৫৯

মিশ্র সুরট—একতালা।

আমার—শ্মশানের দুয়ারে কে ঐ—
দাঁড়ায়ে আছে লেংটা মেয়ে।
ঘন ঘোর ঘন কেশ প'ড়েছে জঘন ছেয়ে।
না জানি কি ভেবে অসি শির ধরা,
বাম দুটি হাত লুকা'য়ে।

ডানি দুটি হাত তুলি বরাভয়,
দেছে কৃপা আঁখে চেয়ে ॥
কে জানি প'ড়েছে পায়ের নীচে,
এক পা আগে এক পা পিছে,
বুঝেছি বুঝেছি লাজে প'ড়ে এবে,
হেঁট মুখে জিভ্ দশনে কেটেছে ;—
মেঘেরি বরণ তড়িত কিরণ নিকসিছে দিক ছেয়ে।
নৃকর কপাল শির মালা বালা, প'রেছে কি সুখ পেয়ে ॥
ধ্বক ধ্বক ধ্বক—উগ্রপাবক, ঝলকিছে আঁখি দিয়ে !
অবাক হ'য়েছি আকার দেখিয়ে,
শ্যামাঙ্গে রুধির পড়িছে বহিয়ে,
কার ভয়ে না জানি, খেয়ার নৌকা খানি,
জবা বিল্বদলে রেখেছে ঢাকিয়ে ;—
পায়ে পড়া বুঝি নিল রে তরণী গোবিন্দেরে ফাঁকি দিয়ে !
চল চল ভাই, এ সময়ে যাই, জোর করি চাপি গিয়ে।
আর কিছু ভাই, পাই বা না পাই, চাইগে হরিগে নেয়ে ॥১৬০

মল্লার—কাওয়ালী।

শ্যামা নামানলে দেখ ওরে ভাই।
পুঞ্জ পুঞ্জ মম পাপ তাপ ঐ, তৃণ সম পুড়িয়ে হইল ছাই ॥

নামে প্রাণ উৎসর্গ যে ক'রেছি,
বিষাক্ত-বিষয়-বিসর্গ যে ভুলেছি,
গুরু সংযোগ সংসর্গ যে পেয়েছি,
(আর) স্বর্গরূপ উপসর্গ না চাই ॥

ধ্যান জ্ঞান হীন দীন যে আমি,
দিয়েছে অভয় সেই অন্তরযামী,
(সব) সঙ্কট হর গুরু শঙ্কর স্বামী,
শঙ্কা কিছুতে মোর নাই ;—
নামে করিলে ভর যায় পরিণামে,
বামে রাখিয়ে কাল বামেশ ধামে,
তাই শু'নে এইবার, নাম করেছি সার,
যাগ যজ্ঞে নাহি যাই, যোগ সমাধি নাহি চাই,
যম নিয়মাসন, মুক্তি শুক্তি সম,
ভক্তি-রতন যদি পাই ॥

নামে সূর্য্য উদে সুধাংশু হাসে,
নামে তারকা তাঁর ভাসে আসে পাশে,
নামে লহরী তুলি—হেলি দুলি নদী
যায় রে গরবে মহাসাগর বাসে ;—
নামে অনল জ্বলে বহে মন বায়ু,
নামে নিয়ত কাল, হরে কাল আয়ু,
নামে দমন হয়, শমন সর্প ভয়,

নামে গরল যুষ ভাই, গাঢ় পীযুষ সম খাই,
তাই বলি রে দ্বিজ গোবিন্দ পাতকী !
এস রে কালী নাম গাই ॥ ১০৬১ ॥

মল্লার—একতালা ॥

তুমি—কার বা সনে কর রে সংগ্রাম।
সে যে—কালবরণী, কালঘরণী,
কাল-কূট-কণ্ঠ-কামিনী,
ধরে রে কালিকা কালরূপিণী,
কাল বারিণী কালী নাম ॥
ওযে—রুদ্র মূরতি, রুদ্র যুবতী, অতীব ক্রুদ্ধ চিতা।
রুদ্ধ করা বিরুদ্ধ যুকতি, নহে সে যুদ্ধভীতা :—
সে যে প্রলয় সূর্য্য ভাসা, ভব ঘোর তিমির নাশা,
তুমি হে ক্ষুদ্র খদ্যোত জান কি—তা ?—
বামন সম কেন বা হেন বিষম অনুরাগী,
উদ্ধত ভাবে উর্দ্ধেতে কর, করেছ চাঁদ লাগি,
ভেক হইয়ে সাজে কি নিত্য,
কাল নাগিনী শিয়রে নৃত্য,
শিবা কি হয় হে সিংহী প্রেমভাগী।—

কেন জ্বালে হে তার কোপ অনল, দহিতে দৈত্য জাল,
ঘোর জঞ্জাল পোরা যার বিষম মায়া জালে ঘেরা এ বিশ্বধাম ॥
কিবা—চমরী চিত চকিতকারী চিকুরে চুমুকে অচলা,
চারু চন্দ্র বদন চাকচিক্যে চমকে চপলা ;—
সে যে—আধ চন্দ্র চূড়া, হর চিত্ত-চিতারূঢ়া,
ঐ চরণ প্রান্তে শরণ লও এই বেলা ;—
প্রাতঃ তপন প্রতিম ভীম রক্তিম তিন আঁখি।
প্রলয় উল্কাপিণ্ড-তুল্য প্রচণ্ড তারকা ভাতি ॥
ভাগ্যে তুমি আ'জ অস্ত্র ধরনি,
যায় যায় যায় যায় হে ধরণী,
ধরণীধর নিতম্ব হেরি উতলা ;—
নাহি ভোলে মৃদুল বোলে, কৃপাণ তোলে—
সমর গোলে বিভোলা, লোল-রসনা
মুণ্ডমালা, দোলে গলে তার অষ্টযাম ॥ ১১।৬২ ॥

খাম্বাজ—তেতালা।

কালের ভয় করিনে কালীর ভয় যত।
দূতরে—কালী কর্‌লে ক্রোধ, কালের শক্তি রোধ,
কিন্তু সন্তোষে কালিকার আমি থেকে যাই কালিকার মত

ভেবেছিলাম জায়া ভাবে ভজিব উহারে আমি,
তাতে বাদী হলেন পদানত হ'য়ে শিব অন্তর্যামী,
মহাযোগী পেয়ে ভয় যে ভাবে নয় অগ্রগামী,
আমি অসুর হয়ে কি সাহসে, সেই মাতৃ ভাবে হই রে রত॥

ও নয় পররমণীর কায়া পূর্ব্বাপর জানি আমি,
পরাৎপর পুরুষ যিনি, জিনিতে আমারে
এ ত—তাঁরি পূর্ণ ছায়ারে ;—
তাইতে প্রাণের মায়া হয়েছে হত ;—
'কু'—শব্দে পৃথিবী পাদ পূর্ণার্থে সংযোগ—'চ',
সেই কুচ ধারিণীর বক্ষে ভারি কি সামান্য কুচ,
দুটি স্নেহরূপ অমৃতের স্থান, যে অমৃত করি পান,
কার্ত্তিক হ'ল না বৃদ্ধ, তার কুমার ভাবে কাল যে গত ॥

উহার—রূপ রসে ভুলিবার লোক নই রে দূত !—
ও যেরূপ দেখায়ে বিদ্রূপ করে,
ঐ—চিদ্রূপ লুকায়ে রাখে
আ'জ ঘুচাইব সে বঞ্চনা করিব অরূপা রে ;
তাই—মনের প্রতিজ্ঞা বিসম্বাদ এত।

ও যেমন শূন্যে শূন্যে রূপ দেখায়ে হরে মন,
আমারো সাধ দেখাই ওরে মহাশূন্যের পদ্মবন,

কিন্তু আমি কামীর শেষ,
বিশেষ কামীর উপদেশ,
ও যে—শুদ্ধ মধুর ভাব ব্যতীত হয় না পুরুষে মিলিত ॥১২।৬৩॥

ইমন ভূপালী—কাওয়ালী ॥

এমা—ধীরে ধীরে ফেল পা।
কাঁপে মা মহী অহী অনন্তের গা ॥
নীরদ ঘোষণা ভীষণ জানি,
হুঙ্কার রব তোর ততোধিক মানি,
ঐ—গর্ব্ব জাত রবে, গর্ভপাত কত—অম্বর হ'তে খসে তারা
অম্বরহীনা একি ধারা !!
তাই—কাতরে কহি তোরে, হিমাদ্রিবালে ! হিমাংশু ভালে !
সম্বর নর-শির-মালে ! বিকট রা ॥
কুন্দ কুমুদ কাশ কর্পূর ছায়া,
ক্ষীরোদ সিন্ধু শরদিন্দু সে কায়া,
পিঙ্গল জটাধর, কে ঐ দিগম্বর,
পায়ে পতিত ফিরে চা ;—
উৎপাত সঞ্জাত ঝঞ্ঝা ত দে'খেছি,
শঙ্করি তায় এত শঙ্কা না পেয়েছি,
ওযে—নহে শ্বাস বায়ু ত,

আয়ু হর আয়ুধ,
উড়িছে তায় গিরি চূড়া,
গুরু গৌরব তার গুঁড়া,
লঙ্ঘে জলধি বেলা নীর-তরঙ্গে নিরতরঙ্গে,
নীরদরূপা তোর পেয়ে মা নিশ্বাস বা ॥ ১৩।৬৪।

স্বরট—ঝাঁপতাল।

অর্জ্জুন শরীরে কৃষ্ণা নাচে রণ রঙ্গ ভরে।
দুর্য্যোধন সৈন্যদল সবে সে দলন করে ॥
দুর্যোধন সৈন্য যত, ভীম যুদ্ধে সবে হত,
দুঃশাসন আর সবে কত, গত সবে শমন ঘরে ॥
সামান্যা নহে কামিনী, একাদশ অক্ষৌহিণী,
নাশিল নাশিল কুরুবংশ রক্ষা নাই সমরে ॥
বিষম বিক্রমে অধীর, হুঙ্কারে তার কর্ণ বধির,
অন্যের কথা দূরে থাক, পিতামহ স্তুতি করে ॥১৪।৬৫॥

রাগিণী আলিয়া—তাল কাওয়ালী।

ত্রাহি—শঙ্কর শিব গুণধাম।
জয়—গিরীন্দ্র জাতা—গণেশ মাতা-
ভবানী মুখ পঙ্কজ মধু পাতা,
ভবাব্ধি ত্রাতা হে বর দাতা,
ত্রাতা পাতা হর আত্মারাম ॥
জাহ্নবী লীলা তরঙ্গ ব্যাপী,
পিঙ্গলছটা মহা জটা কলাপী,
ত্বংহি আদি পরিণাম ;—
পাপী তাপী অতি বিষয় সুরাপী,
বিলাপী জন দুখ দৈন্য বিলোপী,
তপঃ প্রতাপী, তারক-জাপী,
কৃতান্ত ভয়ে আমি কাঁপি কাঁপি—
কাল যাপি সতত প্রাণারাম ॥
কপাল পটে মোর কাল করতালি,
মালিখ মালিখ কপালমালী,
গর্ভ যাতনায় মরিলাম ;—
করমানুযায়ী চরম ফলদায়ী,
গোবিন্দ হ'ল যেন অতি আততায়ী,
তাই বলে তারে পুনঃ গর্ভশায়ী

আর ক'রনা ক'রনা বিষপায়ী!
হারা যেন হ'ওনা হ'ওনা ঐ দয়াময় নাম ॥১৫।৬৬॥

বেহাগ—একতালা।

বন্দে শিব শম্ভো সুখ-সম্ভোগাদি-দায়কং
বন্দে মহাসর্প ভূষণ, ভীষণ মোহ বিসর্প হর-
কন্দর্প দর্প হারকং ॥
পার্ব্বতী প্রিয় পাপী পাবন পার্ব্বন বিধু ভালকং।
শর্ব্বরীনাথ-গর্ব্ব হারী সর্ব্ব সর্ব্ব পালকং ॥
বেশ বিবেকা বেশ পূর্ণ, বাহ্য অভিনিবেশ শূন্য,
দ্বেষলেশ রহিত ব্যোমকেশ প্রমথ নায়কং।—
ভৈরব ভীম ভর্গদেব ভোগ্য ফল বিধায়কং।
উমেশ পরমেশ পরাবরেশ প্রণত পালকং ॥১৬।৬৭॥

চতুর্থ স্তবক।

মূলতান—কাওয়ালী ॥

মনরে বাসনা যদি গাবি গান।
যদি থাকে বোধ উদ্ভব লয়ের স্থান।
তবে 'ত্রাণ-কর মা' ব'লে একবার তারা নামে ছাড় তান ॥
বসন্তের হ'ও না বশ, যাহার বিষম বিরস, নটখটে
ক'র নারে—যোগদান।
অহংরাগ, পরিহর, গৌরী আলাপন কর,
জয় জয়ন্তী বল একবার জুড়াই কাণ।
ক্রমে শ্রীরাগ জন্মিবে হবে বাগীশ্বরীর অধিষ্ঠান ॥
দেশের মায়ায় যেন, মূলতান ভু'লনা মন,
কর সদা শঙ্করাভরণের ধ্যান।
ভৈরবী না দিয়ে বাদ, কামদ কেদারে সাধ,
উদয় হবে রে আপনি কল্যাণ।
বল্লে তার-স্বরে তারো তারা কোমল হবে তারও প্রাণ ॥
ছাড় আশার ব্যবহার, হিন্দোলে দুলনা আর,
ললিত আলাপে সবার তোষ প্রাণ।
ছায়ানটের সভায় এসে, আদর কেন মালকোষে,
কর সদা পর যে আপন জ্ঞান।
তুমি' সিন্ধুতে পার পেলে তবে থাকে রে গোবিন্দের মান ॥১৬৮॥

মিশ্র মালকোষ—আড়াঠেকা।

অরে! তোরা দেখ দেখরে—যাই আমি সেই আনন্দ কাননে।
সংসারে লোকে যারে শ্মশান ব'লে ভয় পায় মনে॥

ভূতের বোঝা আ'জকে ভূতে মিশাইবার শুভদিন,
ঘটাকাশ আ'জকে আমার মহাকাশে হবে লীন,
জল যাবে আ'জ জলধরে, তেজ যাবে মোর বৈশ্বানরে;
রন্ধ্রগত বায়ু যে মোর, মি'শবে মহাসমীরণে॥

তোরা ভাবছিস্ বিকারে বা দারুণ বিভীষিকার ভয়ে,
ক'রছি আমি নানামত বিকট ভঙ্গী ভীত হয়ে;
দারা সুত যতই দেখ ওরাইত এই কারাগারে,
(দারুণ মায়া শৃঙ্খলেরে ভাই! বে'ন্ধে রেখেছিল মোরে,)
তাই ওরা সব এ'লে কাছে, ভয় পাই আবার বাঁধে পাছে;
তাইতে এদিগ ওদিগ চাই ভাই! বিকটাকৃতি বদনে॥

তোরা ভাবছিস্ শয্যাকণ্টক করছি রে তাই এ পাশ ও পাশ,
পাশ ফিরি যে দেখ'ছিরে ভাই ছিঁ'ড়ল কিনা মায়া পাশ,
স্থির চক্ষু দেখে আমার তোরা বল'ছিস হরি বোল,
আমি যে ভাই স্থির নয়নে দেখছি শ্যামা মায়ের কোল,
ঐ দেখ মা মোর ব্যাকুল হ'য়ে, দুটি বাহু পসারিয়ে;
ব'লছে আমায় আয় রে কোলে, কি ভয় দুরন্ত শমনে॥

শির লুণ্ঠন ছলে মায়ের কাছে মাথা নে'ড়ে ভাই,
আর হবেনা ব'লে আমি কৃত পাপের ক্ষমা চাই ;
তোরা ভাব'ছিস মৃত্যু কাল তাই মৃত্তিকায় শুয়েছি আমি,
আমি যে ভাই চারি দিকে দেখিতেছি স্বর্ণ ভূমি,
বৈতরণীর নয় তপ্তজল, আনন্দ উথলে কেবল,
আনন্দময় হংসে তা পার, হচ্ছে সুখ সন্তরণে ॥

আনন্দ তরুতে পাখী আনন্দ সঙ্গীত গায়,
আনন্দময় ফুল আর ফল ভাই দুলিছে আনন্দ বায় :
নিত্যানন্দ পুরী সে যে, কিছু নাই আনন্দ বই,
পিতা সদানন্দ তথা মাতা যে আনন্দময়ী !
যদি কার লাগে ক্ষুধা, খে'তে দেয় আনন্দ সুধা ;
তাইতে দ্বিজ গোবিন্দের, আ'জ এত আনন্দ মরণে ॥৩৬৯॥

ললিত—একতালা।

অবোধ ব'লে ভাই নাটক দেখ'তে যাই—
অকারণে হারাই অমূল্য সময় ॥
অন্ধে যেমন অন্ধ, দেখায় পূর্ণচন্দ্র,
নাটক দেখান দে'খতে যাওয়া কি তা নয় ॥

ভে'বে দে'খলে সবাই বুঝ্‌তে পারি বেশ,
নানা স্থানে মোরা ধ'রে নানা বেশ,
মিছে নানা ভ্রমে, মায়া রঙ্গ ভূমে,
(ভবের নাটক ভাই,)
মোরাই যে নিয়ত করছি অভিনয় ॥
আত্মারূপী নায়ক আশা তাঁর সেবিকা,
পরমা সুন্দরী অবিদ্যা নায়িকা ;
প্রবৃত্তি পোষক মনঃ বিদূষক
ভোগ সুখে সদা মাতোয়ারা রয়।
অতি বৃহৎ নাটক কৌশল কিন্তু বেশ,
একটি গর্ভাঙ্ক দুটি অঙ্কের শেষ,
কর্ম্ম সূত্রে গাঁথা পুঁথির প্রত্যেক পাতা
('কালির লিখানয়,) কালের অক্ষর তাই চিরকাল অক্ষয় ॥
ভোগী দূরে থা'ক যোগীর হয় আতঙ্ক,
নরক তুল্য ইহার প্রথমেই গর্ভাঙ্ক ;
মলমূত্রে থাকা পূয়রক্তে মাখা,
ক্রিমি কীটের কত দংশন সইতে হয়।
এই গর্ভাঙ্কের কার্য্য অল্পে শেষ নয়
দশ মাস ভরি করি অভিনয়,
শিশুর বেশে পরে, অঙ্ক আশ্রয় ক'রে (হাঁসি কান্দি ভাই,)
তখন ক'রতে নারি সুধা গরল যে নির্ণয় ॥

প্রথমাঙ্কের দৃশ্য সূতিকার গৃহ,
শেষের দৃশ্য শ্মশান, লুকায় যাতে দেহ,
এমন চমৎকার দৃশ্য দেখাবার,
শক্তি কি আর অন্যে সম্ভব হয়॥
(মোরা) কেউ বা সাজি মাতা, কেউ বা সাজি পিতা,
কেউ বা পুত্র হই, কেউ বা হই দুহিতা,
কেউ বা পতি রূপে আসি রঙ্গ স্থলে
(কত যতনে,)
কেউ বা ভার্য্যা হয়ে তার যাচি ভাই প্রণয়॥
কেউ বা রাজা, পরি, স্বর্ণ মুকুট মাথে,
কেউ বা পথের কাঙ্গাল, লই করঙ্ক হাতে,
কেউ বা সুখে হাসি, কেউ বা শোকে ভাসি,
কেউ বা রাগি কেউ বা করি যে বিনয়॥
এ নাটকের দর্শক কেবল সেই প্রণেতা
আর যত সব দেখ সবাই অভিনেতা ;
আশ্চর্য্য নয় মন্দ নট হয়েও গোবিন্দ
(আজও জা'নলে না)
কাল যবনিকার—পতন হবে কোন সময়।৩।৭০॥

ললিত—একতালা।

রাক্ষসী নিয়তি, অতি বলবতী, প্রতাপে তার কাছে
কেহ নয় প্রবীণ।
কাল চক্র রথে, সরল চক্র পথে এ অনন্ত জগত করে প্রদক্ষিণ,
অহং তত্ত্বে জীব হংসমন্ত্র সাধে সোহং তত্ত্বে শিব সেই হংসে বাঁধে
তাতেও নাই নিস্তার, শতান্তরে তার (নিশ্চয় জেনগো)—
অবশ্য হইবে পতন একদিন॥
শতান্তে নিয়তি টুটায় ব্রহ্মার বল ছেঁড়ে অক্ষসূত্র
ভাঙ্গে কমুণ্ডল।
সর্প শয্যাকরি জলে ভাসেন হরি, (অধিক বলবো কি)
ক্ষুদ্র কীট হ'তে রুদ্র তাঁর অধীন।
সর্ব্বত্রে বিস্তার নিয়তির বাহু, আকাশে চাঁদ রয়
তারেও গ্রাসে রাহু।
বায়ুর আয়ু ক্ষয় কক্ষভ্রষ্ট হয়, (গ্রহঋক্ষগণ)
কেবল অন্তরীক্ষ রাখে প্রকৃতির চিন॥
নিয়তির এমনি অস্বাভাবিক বল, পিতা মাতা করে
পুত্রের মুখানল।
ভগ্নী হারায় ভাই, সদাই দেখতে পাই,
(এত নূতন নয়) সতী পতি হারায়, পতি সতী ধনে হীন ॥৪।৭১॥

ভৈরবী—একতালা।

কেন যে সংসারে, মায়া কারাগারে, দিবানিশি বাঁধা থাকি ॥
কেন যে বুঝিনা, জনম মরণ জালে পড়ে প্রাণ পাখী ॥
(যবে) দারাসুতে কাল বাঁধে, (আমার) কেন বা যে প্রাণ কাঁদে
কেহ কারো নয় তাও ত বুঝি রে, তবুও যে ঝরে আঁখি ॥
(আমার) এও ত স্মরণ আছে, (সদা) শমন ফিরিছে পাছে ;
তবু মনে ভয়, কেন বা না হয়, বুঝিতে পারি এ ফাঁকি ॥৫।৭২॥

ভৈরবী—একতালা।

হায় কে এমন ঘর বেন্ধে'ছে।
একবার পেলে তারে বোঝা আছে ॥
বাহাত্তর হাজার গাছা দড়ি তাতে লাগায়েছে
পাঁচের পেঁচে ছয়টি গিরায় এগার থাম আটকায়েছে ॥
ছেয়েছে অসংখ্য তৃণে, তিনগুণে বান্ধন দিয়েছে।
(তবু) ঘরে ব'সে আকাশ দেখি, চোঁয়াচ্ছে জল
ছাউনি মিছে ॥
চৌদ্দপোয়ায় নয় দরজা, তাও আবার খোলা রেখেছে।
(তাতে) যা'চ্ছে বায়ু, ব'চ্ছে বেগে, এই ভয় ভেঙ্গে পড়ে পাছে ॥

গোবিন্দ কয় মন যদি তুই, যাবি সেই ঘরামির কাছে।
(তবে) সেই পথে যা, শ্রীনাথ একদিন
যে পথ তোরে দেখায়েছে ॥৬।৭৩॥

ভৈরবী—একতালা।

এমন ভুল কি মান'ষে ভুলে।
(মনরে) সোহং হ'য়ে, হংস রূপে, দিচ্ছো সাঁতার ভবের জলে
মর্ত্ত্য সুখে মত্ত হ'য়ে আত্ম তত্ত্ব ত্যাগ করিলে।
ও তাই অজন্মা অখণ্ড হ'য়ে কবার হ'লে কবার ম'লে ॥
নিরুপাধি নির্ব্বিকার নিত্য সত্য স্বভাব ছিলে।
আ'জ ভুলারোগে অভিমানে বালক-বৃদ্ধ-যুবা হ'লে ॥
মূর্খে করে লিঙ্গ বিচার স্ত্রী পুং নপুংসক ব'লে।
মূলে কিন্তু লিঙ্গাতীত দেখ রে ঘাটা টোপটি ফেলে ॥
(লোকে) 'কুতস্তৎ কর্ম্ম বৈষম্য কুতস্তৎ ভোগলিপ্সা' বলে।
(আজ) কর্ত্তা ভোক্তা অহংকারে জঠর জ্বালায়
জ্বলে ম'লে ॥৭।৭৪॥

সিন্ধু—মধ্যমান ॥

বিষয় সম্ভোগ তোমার কম ত হ'ল না।
তবু তৃপ্ত হ'লে না মন এ কেমন বিড়ম্বনা ॥
কীট হ'তে ব্রহ্মাদি রূপে, একাই আমি বহু হই,
অনন্ত মূরতি ধরি, অনন্ত স্থানেতে রই ;
খুঁজে দেখলে কেউ মোর অন্ত পাবে না ;—
অনন্ত বদনে খাই, অনন্ত নয়নে চাই,
অনন্ত শ্রবণে শুনি, সেটি ত বিশ্বাস ক'রবে না ॥
অনন্ত নদ নদী রূপে, আমিই ত চাই সিন্ধুবাস,
স্বয়ং সিন্ধুরূপে আবার, আমিই তাদের করি গ্রাস,
বেলা ভেলা আমিই তা ত জান না ঃ—
আমি সূর্য্য আমি শশী, আমি দিবা আমি নিশি ;
আমিই মহা পর্ব্বত রে মন, আমিই পরমাণু কণা ॥
আমি ফল ফুল গন্ধ, আমি পত্র আমি মুকুল,
আমি তরু তাদের আবার, আমি অগ্র আমি মূল,
আমিই শাখা তাত তুমি মা'নবে না —
আমিই মন ! কাদম্বিনী, আমিই যে তায় সৌদামিনী :
আমিই চাতক, আমিই আবার, শীতল জলেরই ঝরণা ॥
আমি যজ্ঞ, আমি মন্ত্র, আমি ঋত্বিক যজমান,
আমি যজ্ঞেশ্বর হরি, কর্ম্মফল করি দান,

আমিই ত দক্ষিণা তা কি জাননা ?—
আমি শুদ্ধ স্বস্থ শিব, আমিই মায়াচ্ছন্ন জীব ;
তা না বুঝে অভিমানে, গোবিন্দে কেন বঞ্চনা ॥৮।৭৫॥

কানেড়া—কাওয়ালী।

জাননা রে মনঃ তুমি কে।
কর যার সাধনা, অভেদ তুমি আর সে ॥
অবিদ্যার প্রেমে পড়েছ, শিব হ'য়ে তাই জীব হ'য়েছ ;
আপনারে ভু'লে গেছ, সা'ধছ পরে রে ॥
তাই যদি নাই হবে, ধ্যানটি প'ড়ে ফুলটি তবে,
আগেই কেন নিজের মাথে, দাও পূজায় ব'সে ॥
এতে যদি বুঝতে নার, তারেই যে'য়ে জিজ্ঞাস কর,
"সোহমিতি বিচিন্তয়েৎ" ব'লে দিলে যে ॥
পূজা যদি কর'বি রে মন, যা বলি সেই কথা শো
'সূর্য্যাত্মনে' বলি হাত, দাও রে হৃদেতে ॥
'সোহং সোমাত্মনে' বলি, ধর হস্ত শিরে তুলি,
'নিরঞ্জনাত্মনে' বল, শিখায় হাত দিয়ে ॥
পরশি বাহু যুগল, 'নিরাভাষাত্মনে' বল,
'অণু সূক্ষ্মাত্মনে' বলি স্পর্শ আঁখিরে ॥

আত্ম ব্রহ্মে দে'খবি যদি, মন তুমি অদ্যাবধি,
বল রে 'অব্যক্তাত্মনে' ফট্‌কার যোগেতে ॥৯।৭৬॥

ভৈরবীমিশ্র—পোস্তা ॥

যারে তুমি কাঙ্গাল ব'লে ক'রতে ঘৃণা অবিরত।
যাচ্ছে সে ঐ বাঁশের মাচায়, দেখ তার আজ শাসন কত ॥
অভিমানে এমনি বিভোর, না দিতে ডাক না ক'রতে জোর,
সবাই এসে ভয়ে, জুটল কেনা দাসের মত ॥
কেউ বসনে ছাপালে গা, কেউ এসে ধোয়ালে পা,
তবুও ভাই ক'রলে না রা, আছে আজ গুমরে এত ॥
সবাই ভীত আজ কার রাগে, ঘনাত না যারা আগে
তারাই এসে ক'রল কান্ধে, চাকরানে বেহারার মত ॥
কেউ কেউ মন যোগাবার লেগে, কীর্ত্তন গেয়ে যাচ্ছে আগে,
কেউ কেউ কেঁদে ক'রছে স্তুতি, হচ্ছে না তাও বশীভূত ॥
(ওকে) পূজা ক'রে ক'রতে খুসী, সরা বসন ধূপ কলসী,
সোণা রূপা তিল তুলসী, লয়েছে চন্দন আর ঘৃত ॥১০।৭৭॥

সিন্ধু ভৈরবী—পোস্তা॥

সংসার হ'তে মনরে তোমার, শ্মশানে আর ভয় কি বেশী॥
সেথায় যেমন, হেথায় তেমন, বেশী এতে মাথায় ফাঁসী।
দ্বাদশ দণ্ডের তরে, চিতার আগুণ দাহন করে,
হেথা যে দুশ্চিন্তার চিতা, দগ্ধ করে দিবা নিশি॥
ভূতের ভয়ে হ'সনে কাতর, ভূত যোনিতেই জন্ম যে তোর
ভূতের রাজা সবার পিতা, সেও ত বটে শ্মশানবাসী॥
ছুঁয়েছে যাই ভূতে গা, দিয়েছ তাই ভূ-তে পা,
নৈলে কি মন আমি তোমার, দে'খতাম এত কান্না হাসি॥
শ্মশানের ভূত হরিনামে, স'রে পালায় ডাইনে বামে,
সংসারের ভূত তাকি মানে, দেখায় আরও বিকট হাসি॥

১১।৭৮॥

ললিত মিশ্র—ঝাঁপতাল॥

যে সুখে ঘরে আছি তা কারে কই ভাই কে বা শোনে।
ঘরে মা বাপে মোর ঘোর অনৈক্য, নাই তিলেক মিল দুজনে॥
যে ঘরে মা বাপে হেন বিচ্ছেদ দিবা রাত্রি,
শুনেছি সে ঘরে নাকি, জ্ব'লে না সাঁঝে বাতি,
কথা কিন্তু মিছে নয়, ঘরে আমার কোন সময়,
ঘোর অন্ধকার বই ভাই! আলো দেখলেম না জীবনে॥

যদি কেহ জিজ্ঞাসে কারণ, কেন বা গৃহ বিচ্ছেদ এমন,
বলিতে তা পাই রে ব্যথা, বড় সরম হয় মনে,—
কর্ম্মময়ী মাতা আমার, কর্ম্মে দিন বঞ্চে,
অকর্ম্মা জনক আমার, সপ্ততল মঞ্চে,
অধোমুখ কমল পেয়ে, ব'সে রন আর দেখেন চেয়ে,
সেই খেদে মা, নীচের ঘরে, ভূমে শুয়েছেন অভিমানে ॥
দে'খে জননীরে নিস্পন্দ, পিতা মোর সচ্চিদানন্দ,
কপট স্বয়ম্ভূ বেশে, উদিত মার নিকেতনে ;—
জ্ঞানময়ী মা স্বরূপ ত্যজে ওরূপ নাহি চাহে,
আরো যে কুঞ্চিত কায়া, মুখ তুলি না চাহে ;
অনাহারে অহর্নিশ, মৃণাল তন্তুর মত কৃশ,
রেখেছেন প্রাণ মাটি আমার কেবল মধুপানে ॥
ভা'ঙ্গতে তাদের মনোবিকার, উপবাসে কঙ্কালসার,
যাগ যজ্ঞ ব্রত নিয়ম, করেছি কত প্রাণপণে ;—
গিয়েছি শ্মশানে, ভসম-ভূষিত করি গাত্র,
বসেছি চিতাবক্ষে, সার করেছি মহাপাত্র,
তাতেও পিতা নাহি ভোলে, মাটি তায় না গাটি তোলে,
নিরুপায়ে প'ড়েছি আমি—কূল পাব ভাই কেমনে ॥
শ্রীনাথ কন সেই জানে মিলন, অন্তর্যাগে জেগে যে জন,
আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের ধ্যানে, সদা রোধ করে পবনে ;—
তবেই ত বৈষ্ণবের কার্য্য হ'ল না কুল সাধা,

নিরাশ হ'লেম ঘরে রাস, হ'তে যে প'ল বাধা,
'তত্ত্বমসির' সাধক যে জন, সেই নাকি ভাই জানে মিলন,
শ্রীগোবিন্দ তাকি পারে, সে ত রত মদ সেবনে ॥১২।৭৯॥

প্রসাদীস্থর—একতালা ॥

চোরের বড় ভয় এ দেশে। তুমি, জাগ রে মন থাক ব'সে ॥
ঘরে তোমার অমূল্য ধন, চোর ফিরিছে আশে পাশে ॥
নয়টা দরজা খুলে রেখে, ঘুমাচ্ছ মন কোন সাহসে ॥
ঘরে তোমার শত্রু ছটা, আছে রে আত্মীয়ের বেশে।
তারাই তো চোর ডেকে এনে, ক'য়ে দেয় প্রবেশের দিশে ॥
ঘুমা'লে আর জা'গবিনে মন, জাগিয়ে ঘুমাও শেষে।
যদি যোগে যাগে হয় রাত্তি ভোর, তবে তোমার ভাবনা কিসে ॥
গোবিন্দ কয় এই সময়ে, এজাহার দে শ্যামার পাশে।
কিন্তু খেলাপ হ'লে জেন রে মন, উল্টে মেয়াদ খাটবে এসে ॥
১৩।৮০।

প্রসাদীসুর—একতালা ॥

যদি করবি দেখা মায়ের সাথে।
ও মন সময় ভাল ঘোর নিশাতে ॥
একা যেতে পার যদি, আদর কেন পাঁচে সাতে।
যে জন সৎ বুঝে অসৎ ত্যজেছে, তারি কেবল চল পশ্চাতে ॥
বসন ছাড়, কৌপীন পর, ধর রে মন জটা মাথে।
ছাই মাখ, ছাই পেতে ব'স, বাপে তোমার সন্তোষ যাতে ॥
কান্ধে ধর ঝুলি কাঁথা, জপের মালা কর হাতে।
ও তুই হ'স হলি ব্রাহ্মণের ছেলে, পার পারি চণ্ডালের দাঁতে ॥
গোবিন্দ কয় যা শ্মশানে, বিল্বমূল শূন্য বাসাতে।
তাতেও মায়ের না পা'স দেখা, ধন্না দে না চতুষ্পথে ॥ ১৪৮১

বিভাষমিশ্র—আড়া ॥

তোরে মানা করি অবোধ শিশু, হেসে আর কাছে এস না!
বাবা ব'লে মধুর বোলে, আমার দুর্গা মাকে ভুলা'ও না ॥
এমনি আমি অস্থির, জলের চন্দ্রলেখা প্রায় রে,
তিলে শতবার হারাইয়ে যাই মায় রে,
তাতে আবার বাবা ব'লে, হে'লে দু'লে এলে কোলে,
হারাই হারাই করেও মাকে যা পাই তাত আর পাবনা ॥

মা বলিয়ে এখন তুমি, কর রে যার স্তন্যপান,
সে স্তনে তোর লেগে রে বাপ! যে মা ক'রলে দুগ্ধদান,
যদিও তাঁরে না দে'খতে পাও, উদ্দেশে তাঁর নাম গাও,
স্তনপান ক'রতে আর হবে না;—
অন্য মাকে মা বলিয়ে, হবি না রে শমন জয়ী,
বাহু তু'লে বল না কেন, কোথায় গো মা ব্রহ্মময়ি!
ব্রহ্মাস্ত্রে তোর প্রাণ যাবেনা, ব্রহ্মার সৃষ্টিতে রবে না,
ব্রহ্ম কোলে পাবি রে স্থান, যাবে ব্রহ্মাণ্ডের যাতনা॥
হারা'স কেন পরকাল, আমায় বাবা ব'লে তুই,
তোর যে বাপের আদেশে আমি চলি, ফিরি, খাই, শুই,
সেই যে তোর সত্য বাপ, তাঁর প্রতাপেই সূর্য্য তাপ,
সুধাকরে ছড়ায় আবার জোছনা;—
জান না রে অবোধ শিশু, সে বাপের মহিমা কেমন,
ঐ শোন তাঁর গাচ্ছে গুণ, শন্ শন্ রবে সমীরণ,
আ'জ হ'তে বাপ রে'খ মনে, পিতা তোর সেই নিরঞ্জন,
শু'নলে শ্রীগোবিন্দের কথা, মোরা মুক্ত হব রে সাতজন॥

৫।৮২॥

ভৈরব—কাওয়ালী॥

ঐ ত যায় নিশি কান্ত! হ'ল না শক্তি সাধনা
সব দিন্ত চ'লে গেছে! দুরন্ত বিষয়াসক্তির
প্রেমে থেকে ভ্রান্ত॥

ত্রৈলোক্যের ভার হবে রাখা, ব্রজনাথে মিছে ডাকা,
গোপাল ত হবে না সখা, সে দিনে নিতান্ত ॥
কথায় মোর কর্ণ দিও, নিশি যে বরদার প্রিয়,
নিশি শেষ শ্মশানের দৃশ্যে, স্থির রবে তার প্রাণত ;—
যাচ্ছে নিশি হচ্ছে ত্রাস হও গোবিন্দ কালীর দাস,
ছেঁড় ছেঁড় মায়ার পাশ, হ'কনা সর্ব্বস্বান্ত ॥
এই সময়ে উদাস প্রাণ, উদাস মন উদাস কাণ,
জয় কালী শ্রীকালী ব'লে তান ছাড় একান্ত ॥ ১৬।৮৩ ॥

— —

পঞ্চম স্তবক।

মল্লার—কাওয়ালী ॥

ও কার মূরতি মন, চেন নাকি উহারে।
ঐত ক'রেছে এই বিশ্ব রচনা,
হেন দৃশ্য আঁকিতে আর কে পারে ॥
দশভুজা দেখে বুঝি, ভেবেছ রূপের শেষ ;
অন্তরে দেখিলে উহার, দেখিবি অনন্ত বেশ ;
অনন্ত প্রেম লোলুপা, কদাচিৎ চিদ্‌স্বরূপা,
(ওযে) ক্বচিৎ আকাশ, ক্বচিৎ প্রকাশ, অনন্ত জগতাকারে ॥
ওযে, ধরেরে সহস্র বাহু, সহস্র প্রহরণ
সহস্র চরণে করে, অজস্র বিচরণ ;

সহস্র বদনে খায়, সহস্র নয়নে চায়,
সহস্র শ্রবণে শোনে কথারে।
সহস্র শিরা না হ'লে কেবা ওরে অবোধ প্রাণ,
এতই গরবে করে, সহস্র ধারাতে স্নান,
সহস্র ভাবে বিভোরা, সহজ ধ্যানের অগোচরা,
মন রে, ঐ ত অহরহঃ বাস করে তোমার সহস্রারে ॥
(ওযে) অজ্ঞান ভুলাতে রে মন পাতে এমন, ইন্দ্রজাল,
কভু কালীরূপে করে ধরে, করাল করবাল,
কখন বা সীতা হয়, মূলে কিন্তু কিছু নয়,
ব্রহ্মাদি ছলনা বুঝিতে নারে।
আজ আবার গোবিন্দের কাছে দুর্গারূপে এসেছে,
কা'ল দেখিবে রাধারূপে, কৃষ্ণের বামে বসেছে,
তাই বলি ঐ কায়া, কিছু নয় কেবল মায়া,
ও মন! ধ'রলে পরে জ্ঞানের আলো লুকায় ও যে ওঙ্কারে ॥

১।৮৪ ॥

ভৈরব—কাওয়ালী।

এমন মাকে কে সং সাজালে বল তা শুনি।
ও যে—শম্ভুরমণী; সংসার-সংশয়-সংহার কারিণী—
মা মোর—সঙ্গতি সম্প্রদায়িনী

সব-সঙ্কটহরা, সঙ্কোচ দূর করা,
আবার—স্বয়ং শঙ্করী, শঙ্কর-মরম-সঙ্গিনী ॥
স্বয়ং স্বয়ম্ভূ যাঁর, স্বরূপ গঠিতে নারে,
সে শম্ভু দারারে গড়া, কুম্ভকারে কি পারে,
ঐ—ভুবন-মোহিনী বামাটিকে,
বল—দিল বা মাকে,
হায় রে তুলিতে স্বরূপ উহার, তুলিতে কার সাধ না জানি ॥
রঙ্গের পুতলী ওরা, কি দিবে আর রং বই,
রং বীজে রূপ যাঁর, রং কি তাঁহার ঐ,
মা আমার রং কার রঙ্গিনী ঃ—
তাইতে জগদ্রূপা মা মোর, জগৎ জোড়া মায়ের গা,
জগতেরই পায়ে আমার জগন্ময়ীর চলে পা,
জগতেরি কাণে কাণ, জগতেরই প্রাণে প্রাণ,
'তদ্বিষ্ণু পরমং পদং' মন্ত্র তাই ঘোষে অবনী ॥
চাঁদে না মিলিবে ওরূপ, না মিলিবে তপনে,
না মিলিবে তারা, তড়িৎ, তরল হুতাশনে,
মা যে আমার পূর্ণ জ্যোতির খনি :—
পেয়ে সেই রূপের আভাষ, আকাশ পথে প্রকাশ রবি,
ওরই আভাষ ল'য়ে আবার, খেলায় শীতল চাঁদের ছবি,
তারি কণা কে না জানি, কীট পতঙ্গ তুমি আমি,
তারি কণায় তরু ফলে, চলে সাগরে তটিনী ॥

বিবেক আফর সাধন অগ্নি হৃদয়রূপ কোটরায়,
হ্রীঁকার হেমের কাঁতি গাল প্রেমের সোহাগায়,
মা গঠনের এই উপাদান জানি ঃ—
ভক্তি স্নেহ দ্রব্য মাখি, জ্ঞানময় ধ্যানের সাঁচে,
সত্য অনুরাগে ঢাল, হৃদয়ে যে হেম আছে ,
হবে তখন প্রেমানন্দে মাখা, ঐ মায়ের মূর্ত্তি দেখা,
গোবিন্দের বাসনা এখন ঐ রূপের ভিখারিণী ॥ ২। ৮৫ ॥

ললিত—ঝাঁপতাল ॥

দেখালে ভব জায়া তুমি অসম্ভব মায়া একি।
ছায়া যাঁর মিলে না মা তাঁর কেন বা হেন কায়া দেখি ..
চিরদিন তোয় ধ্যান যোগে, চিদ্‌স্বরূপা জানে যারা,
তারা কি আ'জ দে'খবে তারা, তারানাথ শিবে ধরা,
চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ 'সে বচন তারা জানে নাকি ?'
মা তোর—তৈজস দেহ ছিল ভাল,
তা ত্যজে তোর কৈ যশ হ'ল,
এরূপে স্বরূপ গোপন রাখলে কি বাকী :—
যারা ধ্যানে জ্ঞানে তোমারে বলে মা দিন যামিনী,
আত্ম-জ্যোতিঃ স্বরূপা চ চনকাকার রূপিণী,
মা তোর, অতসী ফুল বরণ স্থূল দেহে কি তারা হবে সুখী ॥

চায় না তারা এমন গা, চায় না সিংহাসুরে পা,
দেয় না হিরণ্মণিময়, ঐ আভরণে আঁখি ঃ—
ক্ষমা শান্তিরূপা যিনি, তাঁর কেন এ দশার শেষ,
দয়ার মথায় জটাজুট, হাতে অস্ত্র একি বেশ,
বেশ বুঝেছি গোবিন্দে ভু'লাতে এ ছল কৌশিকী।।৩।৮৬॥

মূলতান—একতালা ॥

সেবার দে'খে-কিফল পেয়েছি,
আবার, এবার দে'খে, কিফল পাব মা!
সেইরূপ কর্ম্মভোগে, জীর্ণ মর্ম্ম রোগে,
সেইরূপ যোগ বিয়োগেই বিফল র'য়েছি ॥
মা তোর, মৃণ্ময়ী রূপ চক্ষে দে'খলে একবার,
খণ্ডে কর্ম্মফল, দণ্ডে না কাল আর,
তবে কেন ঐ রূপ দে'খে বারম্বার,
কর্ম্ম পাশে আরো বাঁধা প'ড়েছি ॥
আমি কি আর ব'লব উমে! মা তোর দুর্গা নামে,
যত পাপ জীবের হয় মোচন।
পাপী এক জীবনে তত, পাপময় ব্রত,
ক'রতে নারে কভু উদ্‌যাপন।
আমি সেই নাম ধ'রে, তোরে কতই না ডেকে ছি,

দুর্গা দুর্গা দুর্গা কতই না বলে'ছি,
অদৃষ্ট অশ্রুত, রোদন পরিশ্রুত,
কতই না অশ্রু তোর পায়ে ঢেলে'ছি ॥
এমা—পুষ্কর, নর্ম্মদা-রেবা বারাণসী, সেতু সিন্ধু সরস্বতী—
গঙ্গাদ্বার গয়া প্রয়াগ বদরি গোদাবরী গোমতী—
যমুনা প্রভৃতি কোটী তীর্থ ফল,
যৎ সেবনে জীবে লভে অবিকল,
আমি—আদর ক'রে সেই সুরেন্দ্র বাঞ্ছিত,
শ্রীযন্ত্র-পাদোদক কতই খে'য়েছি ॥
মা তুই—ভবের মাতা সত্য, কিন্তু কুলবধূ,
ঐ-বাহিরের ঘর কি থাকার স্থল্ ;—
ওতে—হাসে ভবের মুখ, কিন্তু ভবের মুখ
মলিন হয় কি, না, মা সেইটী বল্ ;—
আয় আয় আমার সপ্ত প্রকার ঘেরা,
সুরম্য সদনে সপ্তমীন্দু ধরা,
ত্রিপাপ সপ্ত শূন্য, শূন্য অন্তঃপুরে,
সপ্ততলের উপর স্থান দিতেছি ॥
আমি—দেখ্‌বনা ঐ রূপ, যে রূপের বামে,
বিদ্যাগর্ব্বে বাণী অধীরা ;—
দক্ষে অক্ষয় মুদ্রা মাতা ইন্দু-মুখী,
ইন্দিবর নয়না ইন্দিরা ।—

বিদ্যা অর্থের মধ্যে যে মূর্ত্তির বাস,
সে ত আরও করে, বিষয়েরই দাস,
তাই গোবিন্দ বলে, আর কি মন ভোলে,
গুরুর কাছে এবার লজ্জা পেয়েছি ॥৪।৮৭॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

শতাবৃত্ত স্তবে যে জাগে জাগে জাগে না।
নয়ন-নীল-পদ্ম না দিলে, যে নয়ন মিলে দেখে না ॥
সেই ত তুমি আদ্যাশক্তি, পেয়ে কার আ'জ তেমন ভক্তি,
বিনা বোধন মা সম্বোধন উদয় হ'লে তা বল না ॥
ভারতের দশদিক্ ঘোর আঁধারে ঢাকা এখন,
পূরবের প্রায় নিরাপদে উঠে না পূরবে তপন,
বুঝেছি স্বগুণে তুমি নাশিতে সে অন্ধকার,
এনেছ ঐ দশভুজ ছলে দশ অবতার,
পঞ্চাশদ্ চাঁদের তাতে জ্যোছনা ;—
আবার দেখি বিশ্বরূপে, রবি তোমার লোমকূপে,
এনেছ ঐ হাসির ছলে তারা তড়িতের ঝরণা ॥
পাছে র'য়েছে চিদ্ ঘন ঘন কৃষ্ণ হৃষীকেশ,
তাই জঘন চুম্বি ঘন হাসে ঘন শ্যাম কেশ ;—
সন্ন্যাসোক্ত দশ ভাবে করে'ছেন ঐ মহেশ্বর,

প্রতিপদ পঞ্চ নখে পঞ্চীকৃত কলেবর,
দূর হ'য়েছে ভবের ভব যন্ত্রণা ;—
তথাপি ঐ যাচ্ছে দেখা, কপালের তাঁর চন্দ্রলেখা,
অজ্ঞান ব'লে তারেই মোরা করি নথর কল্পনা ॥
আগমন করে'ছেন ব্রহ্মা আশ্রয় করি পদতল,
তাইতে পদতল প্রভায়, হারে রক্ত-শতদল ;—
এসেছ ত্রিগুণাত্মিকে হ'য়ে সাক্ষাৎ জ্যোতির্ম্ময়ী,
তথাপি আনন্দের আলো দেখিনে তিন দিন বই,
নবমীতেই অন্ধকারের সূচনা ;—
তথাপি যা কিছু ছিল, আজ হ'তেই তা নিবে গেল,
যে আঁধার সেই আঁধার ভারত, গোবিন্দের—
তা সবে না ॥৫।৮৮॥

ভৈরবীমিশ্র—কাওয়ালী ॥

রাধে ! ঐ রূপই ত মধুর বৃন্দাবনে।
আয় রে বাপ ব'লে, ননী, দিতিস কৃষ্ণের চাঁদ বদনে ॥
সেই দশভুজে আমি দেখ'তে নারি ননী বই,
কই গো রাধে ব্রহ্মময়ী, কোলে তোমার কৃষ্ণ কই,
ব্রহ্মাদি সব রাখাল সেজে, নিজের ব্রহ্মপদ ত্যজে,
দিত বনফুল, যে, তোদের উভয়ের অভয় চরণে ॥

পঞ্চ ভাবের মাঝে, রাধে! হেন দুর্গারূপ ধরি,
অষ্ট-নায়িকা-রূপিণী, অষ্ট সখী সঙ্গে করি,
মাতৃভাবে যেতে, গোচারণে ;—
ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্প-লতা, রাধে, যদি নাম ধর,
কৃষ্ণে ল'য়ে কক্ষে একবার, শিবের বক্ষে নৃত্যকর,
কালা চাঁদের পে'য়ে-ছায়া, কাল হ'ক ঐ রাঙ্গা কায়া,
দেখুক আ'জ্‌কে রাধে, তোমার, বাৎসল্য ভাব ত্রিভুবনে ॥
তিল আধ কৃষ্ণ ছাড়া, রইতে নারো বৃন্দাবনে,
ঐ রূপেই ত গোঠে গিয়ে, মি'লতে তুমি কানুর সনে,
প্রেমানন্দময়ী কেনা জানে ;—
আবার যখন গোঠে হ'তে, ফি'রত তোমার কেলে সোণা,
মধুর ভাবে বিভোর হ'য়ে, হতিস পথে ব্রজাঙ্গনা,
বুকে তখন কৃষ্ণ গাঁথা, মুখে তোমার কৃষ্ণ কথা,
কৃষ্ণময় জগৎ তুমি, দেখ'তে তখন দুনয়নে ॥৬৮৯॥

ভৈরবীমিশ্র—কাওয়ালী ॥

অথবা মধ্যমান ॥

কে এমন কঠিন রে, আমার আদরিণী মার পায় দিলে বনফুল
তার কি দয়া নাই রে প্রাণে, সে কি শোনে নাই রে কাণে,
মন দিলেও যাঁর পায়ে, বাজে কণ্টক সমতুল ॥

ছিল না কি ঘরে তার, কমল দশ-শত-দল,
ছিল না কি সে পাষাণে, কণা মাত্র অশ্রুজল,
মায়ের উদয় ঘরে যার, রোমাঞ্চ কি হয় নি তার,
তবে কেন অতুল পদে, দূর্ব্বা দিলে সে বাতুল ॥
উছাটি লাগিলে যার, রক্ত ঝরে শতধারে,
হৃদয় চিরে এক বিন্দু রক্ত কি সে দিতে নারে,
তাতে অনুকল্পরূপে, আরক্ত চন্দন সঁপে,
ভেবেছে ভবের জায়া হবে অনুকূল ;—
সামান্য ধূপ জ্বালাইলে, জ্বালামুখী হয় না বশ,
শুভাশুভ কর্ম্ম ফল পোড়াইলে থা'কত যশ,
তৈল দীপে শৈলসুতা, কভু নয় রে বশীভূতা,
জ্ঞান প্রদীপ নির্ম্মঞ্ছনে, হয় রে মোচন ভবের ভুল ॥
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয়, এই যে চতুর্ব্বিধ রস,
তত্ত্ব মধুর স্বত্ব বিনা, তা দিলে আর কি পৌরষ,
প্রাণই যেন ক্ষুধায় মাতে, সে ক্ষুধা আছে কি মা'তে,
জঠরাগ্নি তাঁরে কি আর করে রে ব্যাকুল ;—
থাক্‌তে অষ্ট রসে মাখা, রূপ রসের দেহপ্রাণ,
তা না দিয়ে অন্নদারে, কেন রে আমান্ন দান,
জাগ্রদাদি স্বপ্ন সহ, কেন সে দিলে না দেহ,
পরিণামে দৃশ্য যার শ্মশান ভূমির চিতাধূল ॥৭।৯০॥

ললিত—একতালা।

ভারতে কি ছিল, কি নাই তাই বল,
কি অভাবে মায়ের কাছে এ রোদন।
রবি নিতই নিত, সেই পূরবের মত,
পূরবে হয় উদয় পশ্চিমে পতন॥
ভারতের আকাশে, সেই ত চন্দ্র তারা,
হেসে খেলে ঢালে, সেই ত সুধার ধারা,
সেই কোকিলের তান, সেই ভ্রমরের গান
(কে না শোনে গো)
চলে ভূতল ব্যাপী, সেই ত শীতল সমীরণ॥

উপবনে ফুটে, সেই, ফুল দল,
বিনা মূল্যে আ'জও মিলে বিল্বদল,
আ'জও ত ভারতে আছে গঙ্গাজল,
(পূরবের মত)
আ'জও মিলে দূর্ব্বা, মিলে অগুরু চন্দন॥

সেই পঞ্চ ভূতের গঠন ত শরীর
আজও তাতে বয়, সেই আর্য্য রুধির,
সেই তোমার রাজত্ব, সেই তোমার প্রভুত্ব,
(সব আছে মন)
কেবল নাই রে মূঢ় তোমার মনের আকিঞ্চন॥

মুখে মাত্র তোমার দুরন্ত হতাশা,
বুকে কিন্তু সুখের অনন্ত পিপাসা,
পুত্র হারা হ'য়ে, বিত্ত বিসর্জ্জিয়ে,
(ক্ষণেকের তরে)
ল'য়েছ কি তুমি বিবেকের শরণ ? ॥
ভব-বন্ধন হরা, কাত্যায়নীর কাছে,
কে এমন পাষণ্ড, ধন ধান্য যাচে,
চাও রে মহা ভক্তি, চাও রে মহাশক্তি,
(অবোধ গোবিন্দ)
চা' তোর পাশব জীবনের মুক্তি সর্ব্বক্ষণ ॥৮।৯১ ॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

মা তুই আছিস ত ভাল।
ভাল ত আছে মা আমার ভোলা জামাই বিধু-ভাল ॥
অতি বৃদ্ধ মৃত্যুঞ্জয়, কখন বা তার কিবা হয়,
সেই ভাবনায় বিকল আমি, থাকি রে মা সর্ব্বকাল ॥
একে ত দরিদ্র বর, তাতে আবার রুদ্রবর,
ক্রোধ হ'লে তার চক্ষে না কি, জ্বলে অগ্নি-শিখা জাল ॥
ব্যাঘ্রকৃত্তি অঙ্গাবরণ, গঙ্গা বাক্য অঙ্গাভরণ,
উমা রে তুই রাজার মেয়ে, করেছিলি কি কপাল ॥৯।৯২॥

টোড়ী ভৈরবী—একতালা।

শিবের ঘরে কিসের অমঙ্গল। শিবের নামে মুক্তি জীবের
জীবে জীবে শিবের কৃপায় কেবল ॥
নিত্য তত্ত্বে মনোযোগী, সত্যানন্দের স্বত্ব ভোগী,
জামাই তোমার মহাযোগী, যোগ বিয়োগের ভোগে না ফল ॥
নাম্‌টি যাঁর মৃত্যুঞ্জয়, কোথা বা তাঁর পরাজয়,
জয় আর বিজয় তাঁরই প্রভাব ফল ;—
ভ্রমেও যদি পাপী জীবে, স্মরণ একবার করে শিবে,
আধিপত্য কি আর কব, সে দে'খে না কালের কবল ॥
যদি মেলে কৃপানেত্র, মেলে ত্রিলোক আধিপত্য,
অনল হ'তেও তৃণ হয় প্রবল ;—
আবার কোপ চক্ষে সে চায় মা যদি,
কোথায় বিষ্ণু কোথায় বিধি, কোথায় ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য,
স্বর্গ মর্ত্ত্য যায় রসাতল ॥১০।৯৩॥

আলিয়া-মিশ্র—একতালা।

কুবের যদি তোর, কৈলাসের নফরা
রাজা যদি রে তোর ভোলা।
তবে য'বার আসিস কেন দেখি মা! তোর
গলে জবার ফুলের মালা ॥

রাজগৃহিণীর অভাব কি হায়, সোণার নূপুর থা'কৃত যে পায়,
থা'কতে উপায়, কেন ও পায়, ধর বিল্বদল বিমলা ॥
স্বর্ণ কাশী রাজধানী,
নাম অন্নদা খ্যাতি রাণী,
মায়ে কি মা সাজে এ ছলা ;—
যে জন অন্ন বিলায় পরে, কেন অন্ন নাই তার ঘরে,
অবোধ সুত—গোবিন্দ তোব,
কেন, পায় মা জঠর জ্বালা ॥১১।৯৪॥

আলিয়া—ঢিমা তেতালা ॥

নাই আভরণ অমন কথা মুখে এন না মা আর।
আমিই কর'তে পারি কেবল অলঙ্কারের অহঙ্কার ॥
এ জগৎ বটে মা আমার অলঙ্কার সাজানো থাল,
প্রাতর্ম্মধ্য-সায়ং কালে পরা'য়ে দেন স্বয়ং কাল,
নিশা কালে বদনে পরায়, তাতে আলো আঁধার দুইই দেখায়,
বল মা ভবে কার বা কাছে আছে তেমন অলঙ্কার।
কে বলে মা তোমার উমার আভরণের অপ্রতুল,
পরি আমি স্থির তড়িতের সুতায় গাঁথা তারার ফুল,
প'রে থাকি ব'লে বলি, ইন্দ্রধনু একাবলী,
তা বই জয়ন্তী কি আর প'রবে বৈজয়ন্তীর হার ॥
জীবের আয়ুঃ নাসার নলক, জানে তা ত সর্ব্বজন,

পদ্ম পত্রের জলের মত দোলে যে তা সর্ব্বক্ষণ,
বেদসমুদ্রের মহা রতন, উপনিষদ্ কর্ণের ভূষণ,
মুকুট আমার সদানন্দ, নাশে ভবের অন্ধকার ॥
বরাভয় মোর হাতের বলয়, সে ত সবার জানা কথা,
করুণার কঙ্কণ পরি, মুক্তি ফলের মুক্তা গাঁথা,
মায়ার বস্ত্রে কায়া ঢাকি, সতত সঙ্গোপনে থাকি,
নিতম্বে নিয়ত পরি, সপ্ত সিন্ধুর চন্দ্রহার ॥
অষ্টসিদ্ধির নুপূর পরি তাতেই বেশি অনুরাগ,
পুণ্য গন্ধ স্বরূপিণী, স্বয়ং শ্রী মোর অঙ্গরাগ,
ব্রহ্মা আমার অলক্তের জল, কেশব আমার চক্ষের কাজল,
কালান্তক তাম্বুল আমি, চর্ব্বণ করি বারম্বার।
গোবিন্দ দেখেছে মাগো সুধালেই ব'লবে সেই,
বাছা বাছা কাঁচা মেঘের আমলা বাঁটা কেশে দেই,
পোহালেই মা বিভাবরী, শিশু সূর্য্যের সিন্দুর পরি,
চাঁদ বেটে চন্দনের কৌটা দিয়ে থাকি অনিবার ॥১২।৯৫॥

শাওন মল্লার—একতালা॥

তিন দিন বায়, যামিনী পোহায়, বিজয়া দশমী প্রাতে।
চলে পশুপতি, আনিতে গিরিজা, প্রেত প্রমথ সাথে॥
পুরন্দের প্রায়, পাছে বা হারায়, জাগিল ভাবনা চিতে,

রাগে গর গর, বিষাদে বিভোর, বিভোল বিয়োগ তাতে ;—
খসে বাঘ ছাল, ছেঁড়ে হাড়মাল, খসিল ত্রিশূল হাতে।
ভালে অনল, জ্বলে ধ্বক ধ্বক, উথলে গঙ্গা মাথে ॥
জাগিল ফণী মেলিল রে ফণা উড়ায় গরল ফুঁয়ে।
জটা শিহরিল কাণের ধূতুরা, খসিয়া পড়িল ভূঁয়ে।
বাজিল ডমরু ডিমিকি ডিমিকি নিদারুণ পরভাতে।
সে রবে যাতনা যত মেনকার হেন কি বজর পাতে ॥
জাগিল পাখী, কাঁপিল শাখী, কাঁপিল ভূধরবাসী।
তরুলতা হ'তে ভ্রমরে জড়ায়ে, ঝরিল কুসুমরাশি।
কহে গোবিন্দ, সাজায়ে উমারে দাও দাও বিশ্বনাথে।
শুনি শিখরিণী, প'ল রে ধরায়, কদলী যেমন বাতে ১৩৯৬ ॥

আলিয়া-মিশ্র—একতালা ॥

দে'খে যারে জয়া, দেখে যা বিজয়া, আ'জ
কেন রে মা এত অলক্ষণ।
কাল নবমীর এমন প্রত্যূষে, দিলে কে মোর
বুকে তুষের হুতাশন ॥
অষ্টাদশ দণ্ডপরে, শশী গেছে নিজ ঘরে,
আবার কেনে ঈশান কোণে, হ'চ্ছে অষ্টমীর চাঁদ দরশন
আবার কেন আচম্বিতে, উড়ন্ত পাখীর মুখ হ'তে,
রুদ্রাক্ষ ফল হ'তেছে পতন ;—

ঈশান কোণে দিলে আঁখি, কাল ভুজঙ্গের ফণা দেখি,
কেন শুনি, কুল কুল ধ্বনি, কেন বিল্ব গন্ধ বয় সমীরণ ॥
ঈশান কোণে চাইলে পরে, ধুতুরা ফুল চক্ষে পড়ে,
ভস্মরেণু উড়ে কি কারণ ;—
গোবিন্দ কয় নয় অলক্ষণ, বিজয়া দশমীর লক্ষণ,
ব্যাকুল চিতে, উমায় নিতে, ও যে এল তোমার—
জামাই পঞ্চানন ॥ ১৪।৯৭ ॥

ললিত বিভাস—আড়া ॥

আমি কাঁদি সেই ভাল, মা তুই আর ফেলিস নে চক্ষের জল।
জল নয় মেনকার পক্ষে ও যে মা জলন্ত অনল ॥
মাথা খা'স মা কাঁদিস্ যদি, আয় রে মুখ মুছায়ে দি,
দেখতে আর পারি না আমি হিমবিমর্ষ শতদল ॥
যাবি যদি যা মা, হেঁসে, জামাই কাছে দাঁড়াক এসে,
দুটি মুখ একত্র দেখি, হ'ক রে বুক শীতল ;—
পুনঃ সংবৎসর পরে, আর যে তোদের দেখ'ব ঘরে,
সে ভরসা নাই মা আমার, জীর্ণ প্রাণের আশা কি বল ॥
মা তোর কাঁদা মুখের মলিন ছাদে, মনে হয় বরষার চাঁদে,
এ দেখে কি হৃদয় বেঁধে থা'কতে পারি বল ;
তোর নয়নে জল খসে, বুকে যে মোর বজর পশে,
যে ভাসালি সেই ভাল মা! আর যেন ভাসাস নে কাজল ॥
১৫।৯৮ ॥

সুরট মিশ্র—ঝাঁপ তাল॥

আমি রাত্রি দিনে, আর যে কাঁদ্‌তে পারি নে।
কারে কই কে শোনে,
কেঁদে কেঁদে ঘিরেছে আঁখি আঁধারে
এখন আলো যে চিনি নে॥
বর্ষাবধি থাকে কৃষ্ণা, বর্ষা চতুর্দ্দশীর নিশি,
শরতে তিন দিন মাত্র দেখি শিশির মাখা শশী,
তাতেও ফল পাইলে কত উঠি বসি ;—
ভাবি কখন বা হৃদি রতনে এসে চায় সে দীন হীনে॥
জয়া রে বিজয়ার প্রাতে, কাণ দুটি যায় উমার সাথে,
বৎসরাবধি বধির থাকি, মিছে ত বলি নে ;
বজরধ্বনি হ'লেও রে মা ! শুনি নে আমি কে না জানে,
কাঁপে উরু সতত কেবল, ডমরু রব পড়ে কাণে,
যায় নাসিকা উমা যায় যেখানে ;
আমি পাইনে কোন গন্ধ কেবল বিল্ব ঘ্রাণ বিনে॥ ১৬।৯৯॥

আলিয়া—তেতালা॥

একা আমার কাছে কেন বিদায় চাও
আমি যেন দিলাম বিদায়, আমার, কোলে রে বুঝায়ে যাও॥
কোলের ইচ্ছা কোলে রাখে সর্ব্বকাল,
হৃদয় আমার ততোধিক মা তোমা হেন ধনের কাঙ্গাল,
আগে হ'তেই বলছে আঁখি, একে রাখি কি একেই রাখি,
তুই গেলেই মা তারা স্থির তার তা হ'লেই কি আরাম পাও॥

কাণের ইচ্ছা নিয়তকাল এই কেবল,
ঐ বিধুমুখে মধু মাখা মা বোল শুনে রয় শীতল,
তুই গেলেই মা নাসার বিশ্বাস, বইতে হবে দীর্ঘ নিশ্বাস,
তাই বলি মা থেকে তুমি অঙ্গ গন্ধে তায় জুড়াও ॥
আমার পরিধেয় বসন ব'লছে বারম্বার,
উমা গেলে এ অঞ্চলে এ অঞ্চলে ধরবে কে আর,
পায়ে বলছে হ'য়ে বিকল, উমা গেলেই হারাবো বল,
হাতের ইচ্ছা তারি হাতে, নিতই ক্ষীর নবনী খাও ॥
জিহ্বা ব'লছে কাছে উমা ছিল যাই,
গৌরী উমা শিবা ব'লে অনিবার ডেকেছি তাই.
দূরে গেলে ভু'লব নাকি, তাই আ'জ কালী ব'লে রাখি,
গোবিন্দ কয় সেই জিহ্বায় মা! দুর্গা দুর্গা রব মিশাও ॥

১৭।১০০ ॥

মঙ্গল বিভাষ—আড়া।

আমি তোদের ছেড়ে গেলাম মা! হ'স নে কাতরা তাই ভাবি।
প্রেমে গ'লে, ভাবে ভুলে আমায় হাত বাড়ালেই কোলে পাবি।
তুই আমারে ব'লছিস বাড়া, আমি কারো মা নই হৃদয় ছাড়া,
মু'দলে নয়ন দে'খবি হৃদে, চেয়ে দে'খলেই হারা হবি ॥
মা তোমার কাণের বাসনা, আমার মুখে মা বোল শোনা
তা হতে মা নামটি শোনায়, অধিক সুখ পাবি;—

জিহ্বার যদি ইচ্ছা থাকে, সময় মত যেন ডাকে,
নইলে আজি কালি ব'লে, রাখায় কি ফল তায় সুধাবি॥
নাসা চায় মোর অঙ্গ গন্ধ, গন্ধের সংশ্রব বড়ই মন্দ,
ছেড়ে দিতে সে সম্বন্ধ, তারে তুই ব'লবি ;—
যে নাসায় মা আমার তরে, সদা দীর্ঘ নিশ্বাস ঝরে,
নিশ্চয় জে'ন সে নাসায় মা ! শ্বাস প্রশ্বাসের দায় এড়াবি॥

১৮।১০১॥

সমাপ্ত।

রঙ্গপুর-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী।

১। চণ্ডিকাবিজয়। (মহাকাব্য)

রঙ্গপুরের কবি দ্বিজ কমললোচন কৃত শক্তি বিষয়ক আদি গ্রন্থ।

রঙ্গপুর পরগণে কুণ্ডীর অন্যতম ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় গঙ্গাধর রায়চৌধুরী মহাশয়ের
ার্থ তৎপুত্র শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী মহাশয়ের সম্পূর্ণ আনুকুল্যে প্রকাশিত হইয়া
গণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছে। সভ্যেতর ব্যক্তিগণের নিকটে ডিমাই
পত্রী আকারের প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই সুবৃহৎ উপাদেয় সটীক গ্রন্থ কাগজের
ট ১৲ উৎকৃষ্ট বাঁধাই করা ১৷৷০ মূল্যে বিক্রীত হইবে। যাঁহাদের আবশ্যক হইবে
লিখিলে ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হইয়া থাকে।

২। আহ্নিকাচার তত্ত্বাবশিষ্ট। (যন্ত্রস্থ)

কুচবিহারাধিপতির ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী স্বর্গীয় শিবপ্রসাদ বক্সী মহাশয়ের রচিত
াহ্নিকাচার তত্ত্বাবশিষ্ট" নামক একখানি অভিনব স্মৃতিগ্রন্থ তৎপৌত্র শ্রীযুক্ত প্রমদা
ন বক্সী রায়চৌধুরী মহাশয়ের সম্পূর্ণ সাহায্যে ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর
ারত্ন এম্, এ মহাশয়ের সম্পাদকতায় এই সভা হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া
গণের মধ্যে সত্বরেই বিতরিত হইবে। সভ্যোতর ব্যক্তিগণের পক্ষে মূল্য কাগজের
ট ৷৷০ সুন্দর বাঁধাই করা ৸০ মাত্র।

৩। গৌড়ের ইতিহাস। প্রথম খণ্ড। (হিন্দু রাজত্ব)

মালদহের সুযোগ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্কলিত এই
হাস গ্রন্থ সভার গ্রন্থাবলী ভুক্ত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য কাগজের মলাট
এবং সুন্দর বাঁধাই করা ১৲।

৪। রঙ্গপুরের ইতিহাস, প্রথম ভাগ। (যন্ত্রস্থ)

রঙ্গপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্যে এই গ্রন্থ সভা হইতে সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত
সভাগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হইবে। ১৯১০-১১ খৃঃ অব্দে এই গ্রন্থের মুদ্রণ-
ন্য প্রাগুক্ত বোর্ড ৫০০৲ পাঁচশত টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। এই গ্রন্থে
পুরের যাবতীয় পুরাতত্ত্ব ও কৃষি বাণিজ্যাদির বিবরণ চিত্রাদি সহ প্রকাশিত
ে।

৫। বগুড়া—সেরপুরের ইতিহাস।

বঙ্গের সুলেখক শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় সঙ্কলিত। সভ্যেতর ব্যক্তির
ক মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র।

৬। বগুড়ার ইতিহাস। (যন্ত্রস্থ)

শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল মহাশয়ের রচিত এই গ্রন্থে সমগ্র বগুড়ার যাবতীয়
বিদ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বিস্তৃত ভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। মূল্যাদি পরে বিজ্ঞাপিত
হবে।

৭। পালিপ্রকাশ—শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী প্রণীত।

মূল্য ২৸০ বাঁধান ৩৲, প্রবেশক, পালি পাঠাবলী ও শব্দকোষ সহ পালি শিক্ষার উপযোগী উৎকৃষ্ট ও সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রায় সাড়ে তিন শত পৃষ্ঠায়—সম্পূর্ণ।

৮। অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ। (আদিকাণ্ড)

উত্তরবঙ্গের এই সুবৃহৎ রামায়ণ দিঘাপতিয়ার সুযোগ্য সাহিত্যসেবী কুমার শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার রায় এম্ এ মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এবং গৌড়ইতিহাস প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্পাদকতায় বিশ্বকোষ যন্ত্রে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইতেছে। আদিকাণ্ড রয়েল আটপেজী আকারের প্রায় ৪০ ফর্ম্মায় সমাপ্ত হইবে। মূল্যাদি পরে বিজ্ঞাপিত হইবে। এখন পত্র লিখিয়া গ্রাহক হইলে কম মূল্যে পাইবেন।

প্রত্যেক গ্রন্থের ডাকমাশুল পৃথক দেয়।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম,এ, বি,এল, সম্পাদিত।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, ডাকমাশুল।৵৹ আনা।

রঙ্গপুর পরিষদের সভ্যগণ বিনামূল্যে ডাকমাশুলে পাইয়া থাকেন।

বাঙ্গালা ভাষায় বিবিধ বিষয়িণী সাময়িক পত্রিকা অনেক আছে, কিন্তু কেবল ভাষাতত্ত্ব, ভাষা-বিজ্ঞান, ভাষার প্রাচীন গ্রন্থাদির আলোচনা, প্রাচীন কবিগণের বিবরণ, উত্তর-বঙ্গ ও আসামের পুরাতত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতি প্রকাশের জন্য বাঙ্গালা ভাষায় একখানি স্বতন্ত্র পত্রিকার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। সেই অভাব মোচনার্থ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে বাঙ্গালা পরিভাষার আলোচনা, উত্তরবঙ্গ ও আসামের প্রাচীন কবিগণের বিবরণ বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণাদি সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন এসিয়াটিক সোসাইটী যেমন দেশ বিদেশ হইতে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্ব বিষয়ে প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষের ছবি ও বিবরণ, প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণ, প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রলেখ, মুদ্রালেখ প্রভৃতি চিত্রের সহিত প্রকাশ করেন, ইহাতেও সেইরূপ প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন মৌলিক অনুসন্ধানের ফলও ইহাতে প্রকাশিত হয় এবং উক্ত সোসাইটী যেমন দেশ বিদেশে পণ্ডিত পাঠাইয়া অমুদ্রিত সংস্কৃত পুঁথির বিবরণ প্রকাশ করেন, রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ সেইরূপ উত্তরবঙ্গ ও আসামের অমুদ্রিত পুঁথির যে বিবরণ প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। এরূপ পত্রিকা বাঙ্গালীমাত্রেরই পাঠ্য হওয়া উচিত।

পত্রিকা সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকটে পত্র লিখিতে বা পাঠাইয়া দিতে হইবে।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, সম্পাদক।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয়, রঙ্গপুর।